NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ সমকামীদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ

চঞ্চল বক্সির খুন নিয়ে বিস্ফোরক প্রাক্তন তৃণমূল ব্লক সভাপতি ৫

কলকাতা ৭ নভেম্বর ২০২৩ ২০ কার্তিক ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ১৪৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 7.11.2023, Vol.17, Issue No. 145, 8 Pages, Price 3.00

ইডি আটক করল আপ বিধায়ককে

চণ্ডীগড়, ৬ নভেম্বর: ব্যাংক জালিয়াতি এবং বিদেশি মুদ্রা আইন লঙ্ঘনের পুরনো মামলায় অভিযুক্ত পঞ্জাবের আম আদমি পার্টি (আপ)-র বিধায়ক যশবন্ত সিং গজ্জন মাজরাকে আটক করল কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। অমরগড়ের বিধায়ক মাজরাকে প্রকাশ্য জনসভা থেকে সোমবার জোর করে তুলে নিয়ে যায় ইডির তদন্তকারী দল। আপের তরফে মাজরার আটক নিয়ে কেন্দ্র এবং বিজেপিকে নিশানা করা হয়েছে। দলের মুখপাত্র মালবিন্দর কাং বলেন, 'ইডি আদতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশীদার। মিথ্যা মামলায় আমাদের দলের বিধায়ককে জনসভা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

বিজয়া সম্মিলনী থেকে মোদিকে খোঁচা মমতার

করলেন শৈশবের স্মৃতিচারণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে নাম না-করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খোঁচা দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রেই বিজয়া সম্মিলনী করছে তৃণমূল। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় আলিপুরের উত্তীর্ণ সভাগৃহে। সেখানে নাম না করে প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করার পাশাপাশি মমতা ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করেন।

সোমবার মমতা বলেন, 'আমি নিজের নামে স্টেডিয়াম বানানই না। ট্রেন লাইন বানাই না। আমার পাবলিসিটি (প্রচার)-র প্রয়োজন নেই। মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারলেই হল।' নাম না-করলেও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় মমতার নিশানায় কে ছিলেন! অনেকের মতে, প্রধানমন্ত্রীর 'আত্মপ্রচার'কে আক্রমণ করতে চেয়েছেন মমতা। মমতা আরও বলেন, '১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে রেখেছে। যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের মজুরির সাত হাজার কোটি টাকাও আটকে রেখেছে। দিচ্ছে না।'

এদিন, ফের বাম আমলের রেশন দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকা বামেদের নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য এক কোটি ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল করেছে তার সরকার। মমতার অভিযোগ, 'ওই কার্ডে রেশন উঠত। ভোট দেওয়া হতো। জঙ্গলমহলে আগে আদিবাসীরা পিঁপড়ে গাছের শেকড় খেত। আদিবাসীদের সাদা কার্ড করে দিয়েছি। ওটা ওদের আইডেন্টিটি কার্ড। কারণ, কোনদিন বলবে তোমরা অনুপ্রবেশকারী', মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি বলেন, বাংলা সম্প্রীতির বার্তা দেয়। সবাইকে নিয়ে বাংলা চলে।

মমতা আরও বলেন, 'বিশ্বের পুজোগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করব। রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভালের ভিড় ব্রাজিলকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। বাংলার গান খুব ভাল হচ্ছে। লোকও সঙ্গীতের একঘেয়ে গানই চলছে।' গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে একদিন আমি অন্ধকারের যাত্রী গানটা শুনিয়েছিলাম। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় আমাকে রেকর্ড করতে বলেছিলেন। লতা মঙ্গেশকর আমাকে মা কালীর ছবি দিয়েছিলেন।' এদিন নিজের শৈশবের কথা স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি তিন বছর গান শিখেছিলাম। হারমোনিয়াম বিক্রি করে দিল তাই বন্ধ হয়ে গেল।' বাচ্চাদের কবিতা তিনি লিখেছেন, সেই কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এপার ওপাং ঝপাং হবে না তো কী হবে। যারা গালি দেয় আমি মারা গেলে তাদের মালা নিয়ে আসতে দেবেন না।'

রেশন দুর্নীতির সঙ্গে যোগ রয়েছে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির: ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশুখাদ্য নিয়ে বড় কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছিলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব। এবার সেই লালুর পশু খাদ্য কেলেঙ্কারির কথা ফের উঠে আসছে বাংলার প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেপ্তার হতেই। ইডি সূত্রে খবর, জ্যোতিপ্রিয় আর লালুর মধ্যে এক যোগসূত্র তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন। আর এই সূত্র সামনে এসেছে জ্যোতিপ্রিয়র প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক অভিজিৎ দাসের বাড়িতে তল্লাশির সময়ে একটি মেরুন ডায়েরি উদ্ধারের পরই। ইডি সূত্রে খবর, এই মামলাতে তল্লাশি চলাকালীন সামনে এসেছে কলকাতার চান্দাক পরিবারের কথাও। আর এর সূত্র ধরেই বিহারের পশু খাদ্য কেলেঙ্কারির যোগসূত্র পেয়েছে ইডি। কারণ, বিহারে লালুপ্রসাদ যাদবের সময়ে পশু খাদ্য কেলেঙ্কারিতে ২০০৪ সালে দীপেশ চান্দাক গ্রেপ্তার হয়েছিল। এই দীপেশ চান্দাকই হলেন হিতেশ এবং অঙ্কিতের পরিবারের সদস্য। এদিকে রেশন দুর্নীতিতে এই হিতেশ ও অঙ্কিত চান্দাকের বাড়ি ও অফিসেও তল্লাশি চালিয়েছেন আধিকারিকরা।

সাত দিনের ইডি হেপাজত জ্যোতিপ্রিয়র

'সাত দিন পরেই আবার ফিরে আসছি', হাত নেড়ে উক্তি মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাত দিন পর আবার তিনি আসবেন। সোমবার ব্যাঙ্কশাল আদালত ছাড়ার সময় এমনটাই মন্তব্য করলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সোমবার রেশন বণ্টন দুর্নীতির মামলায় মন্ত্রীকে আবার সাত দিন ইডি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে ব্যাঙ্কশাল আদালত। আপাত ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁকে ইডি হেপাজতেই থাকতে হবে। আদালত চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় জ্যোতিপ্রিয় হাত নেড়ে বলেন, 'সাত দিন পর আবার আসছি। সাত দিন, সাত দিন।'

সোমবার রেশন বণ্টন দুর্নীতির মামলায় ইডি হেপাজতে থাকা মন্ত্রীকে এদিন ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হয়। আদালতে শুনানি চলাকালীন আরও সাত দিন মন্ত্রীকে ইডি হেপাজতে পাওয়ার আর্জি জানান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী। আদালতে ইডির যুক্তি, তিনি ৩ দিন হাসপাতালে ছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়নি। আর সেই কারণেই তাঁকে সাত দিনের জন্য হেপাজতে চেয়ে আর্জি জানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

এর পরেই মন্ত্রীর এক আইনজীবী দাবি করেন, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রীর জন্য কম্যান্ড হাসপাতালে কোনও মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়নি। এই মামলার তদন্ত দ্রুত শেষ করার আর্জিও জানান তিনি।

ইডির আইনজীবী জানান, বালু তিন দিন বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেই সময় হাসপাতালে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। এর পর মন্ত্রীকে কম্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো হয়। মন্ত্রীর জন্য যতটা সম্ভব করা যায়, তা যথাযথ ভাবে করা হয়েছিল বলেও ইডির দাবি।

উল্লেখযোগ্য যে, শুনানির সময় মন্ত্রীর তরফে জামিনের জন্য কোনওরকম আবেদন জানানো হয়নি। অন্যদিকে, শুনানি চলাকালীন আদালতে উপস্থিত এক আইনজীবী দাবি করেন, প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার। ফাঁসানো হয়েছে তাঁকে। প্রসঙ্গত, সোমবার আদালতে প্রবেশের সময় নিজেকে আরও এক বার মুক্ত বলে দাবি করেন বালু। তবে এ বার এই দাবির সঙ্গে জুড়ে নিলেন তদন্তকারী সংস্থা ইডিকেও। সোমবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে ঢোকার আগে জ্যোতিপ্রিয় বলেন, 'আমি মুক্ত। আমি মুক্ত। ইডি বুঝতে পেরেছে যে, আমি মুক্ত।' তবে কী প্রেক্ষিতে তিনি এই দাবি করেছেন, তা স্পষ্ট নয়। এদিন সকালে নিজেকে 'নির্দোষ' বলেও দাবি করেছিলেন জ্যোতিপ্রিয়। আদালতে পেশ করার আগে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য তাঁকে বার করা হয়। ইডির দপ্তর সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে জ্যোতিপ্রিয় তিন বার বলেন, 'আমি নির্দোষ। আমি নির্দোষ। আমি নির্দোষ।' তার পরই জ্যোতিপ্রিয়কে বলতে শোনা যায়, 'এরা যা করেছে, অন্যায়, অনৈতিক কাজ করেছে।'

এর পাশাপাশি আদালতের উপর ভরসা রাখার ইঙ্গিত দিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'কোর্ট নিশ্চয়ই বিচার করবে।' তবে কে বা কারা 'অন্যায়' কিংবা 'অনৈতিক' কাজ করেছে, জ্যোতিপ্রিয়ের এদিনের কথায় তা স্পষ্ট হয়নি। জ্যোতিপ্রিয় জানান, তিনি 'অসুস্থ'।

আজ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী উপদ্রুত ২০টি কেন্দ্রে প্রথম দফা নির্বাচন

রায়পুর, ৬ নভেম্বর: মাওবাদী আতঙ্ক সঙ্গে নিয়েই আজ আবার গণতন্ত্রের পরীক্ষা ছত্তিশগড়ে। রাজ্যের ৯০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে এই দফায় ভোটগ্রহণ হবে মাওবাদী-উপদ্রুত ২০টি কেন্দ্রে। এর মধ্যে রয়েছে বস্তার ডিভিশনের সাতটি জেলার (বস্তার, দান্তেওয়াড়া, বিজাপুর, নারায়ণপুর, সুকমা, কোন্ডাগাঁও এবং কাঁকের) ১২টি বিধানসভার সবক'টি। বাকি ৮টি লাগোয়া দুর্গ ডিভিশনের। শাসক কংগ্রেস এবং প্রধান বিরোধীদল বিজেপি সবক'টিতেই লড়ছে। এ ছাড়া রয়েছে বিএসপি-সহ কয়েকটি সর্বভারতীয় এবং আঞ্চলিক দল। এই দফায় মোট ২২৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন প্রায় ৪০ লক্ষ ৭৯ হাজার ভোটদাতা। গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা রমন সিং (রাজনন্দগাঁও), প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দীপক বৈজ (চিত্রকোট) এবং প্রবীণ আদিবাসী নেতা তথা প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মোহন মরকম। প্রতি বারের মতোই এ বারও 'নিয়ম মেনেই' ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)। ভোটপর্ব শুরুর ৭২ ঘণ্টা আগে ছত্তিশগড়ে নারায়ণপুর জেলার প্রভাবশালী বিজেপি নেতা রতন দুবেকে খুন করে ইতিমধ্যেই নিজেদের শক্তি নতুন করে জানান দিয়েছে তারা। কাঁকেরে কেন্দ্রীয় বাহিনী বিএসএফের অভিযানে নিহত হয়েছেন মাওবাদী গেরিলা বাহিনী পিএলজিএ-র দুই সদস্য। এই পরিস্থিতিতে ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসন। কারণ, অতীতে বহু বারই ভোটের দিন হামলার শিকার হয়েছেন ভোটকর্মীরা। এ বার রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি মোতায়েন করা হয়েছে ৭০০ কোম্পানিরও বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী (প্রতি কোম্পানিতে ১০০ জনেরও বেশি জওয়ান এবং অফিসার থাকেন)। এর পাশাপাশিই মাওবাদী হামলার সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা রয়েছে, এমন 'অতি স্পর্শকাতর' ১০টি বিধানসভায় ভোটগ্রহণ সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অন্য ১০টি আসনে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে। ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটে দেড় দশকের বিজেপি শাসনের ইতি ঘটিয়ে প্রথম বার বিধানসভা ভোটে জিতে ছত্তিশগড়ে ক্ষমতা দখল করেছিল কংগ্রেস। ৯০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৬৮টি জিতেছিল তারা। বিজেপি মাত্র ১৫টি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর দল 'জনতা কংগ্রেস ছত্তিশগড়' (জেসিসি) পাঁচটি এবং তার সহযোগী বিএসপি দু'টি বিধানসভা আসনে জয়ী হয়েছিল।

ভোটের আগেই মাওবাদী হামলা!

রায়পুর, ৬ নভেম্বর: ভোটের প্রথম দফার আগের দিনেই মাওবাদী হামলায় রক্ত ঝরল ছত্তিশগড়ে। সোমবার বিকেলে কাঁকের জেলায় মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে এক বিএসএফ জওয়ান এবং দুই ভোটকর্মী আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রের খবর, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাওয়ার পথে এই হামলা। ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটের আগের দিন কাঁকেরেই মাওবাদী হামলায় নিহত হয়েছিলেন এক বিএসএফ জওয়ান। ছোটবেঠিয়া থানা এলাকায় চারটি ভোটগ্রহণকারী দল এবং তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ ও রাজ্য পুলিশের যৌথ বাহিনীর উপর হামলা চালায় মাওবাদীরা।

দীপাবলির পর থেকেই দিল্লিতে জোড়-বিজোড় নীতি

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর: দীপাবলির পরের দিনই দিল্লিতে চালু হচ্ছে জোড়-বিজোড় নীতি। দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতেই এই পদক্ষেপ। রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রায় জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহে দিল্লির সব স্কুল বন্ধ থাকবে। শুধু দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস হবে।

রাজধানীতে ক্রমেই বাড়ছে বাড়ছে দূষণ। খারাপ হচ্ছে বাতাসের গুণমান। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল স্কুল বন্ধ ছিল এত দিন। এ বার কেজরিওয়াল সরকার জানাল, ১০ নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লির সব স্কুল বন্ধ থাকবে। ক্লাস হবে শুধুমাত্র দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির। ইতিমধ্যে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (জিএআরপি)-এর চতুর্থ পর্যায়ের অধীনে দিল্লিতে ডিজেল ট্রাক চলাচল এবং নির্মাণ কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র।

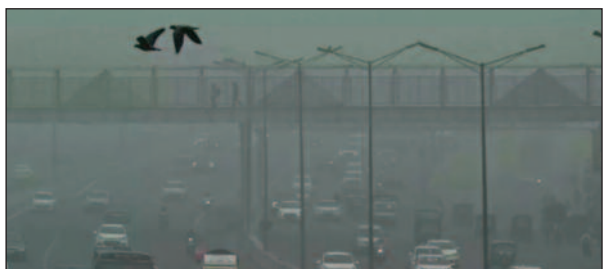

দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিএস৩ পেট্রোল এবং বিএস৪ ডিজেল চালিত ট্রাক চলাচলেও নিষেধাজ্ঞা থাকছে। দীপাবলিতে বাজি এবং ধোঁয়া ছাড়ার বন্দুক (স্মগ গান)-ও বাতিল হয়েছে। পাশাপাশি, গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে ফের জোড়-বিজোড় নীতি চালু করা হল। গত কয়েক বছর ধরেই দিল্লিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই নীতি চালু করা হয়। জোড় তারিখের দিনে দিল্লিতে চলবে শুধু সেই সব গাড়ি, যার নম্বরের শেষ অঙ্ক জোড়। বিজোড় তারিখে চলবে সে সব গাড়ি, যার নম্বরের শেষ অঙ্ক বিজোড়। আপাতত ২০ তারিখ পর্যন্ত জারি থাকবে এই নিয়ম। তার পর প্রয়োজন হবে কি না, বিবেচনা করে দেখবে প্রশাসন।

দূষণ নিয়ন্ত্রণে আসার পরিবর্তে সোমবার দিল্লিতে দূষণের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেল বলে মনে করা হচ্ছে। রবিবার সকালে দিল্লির বাতাসের গুণগত মান ছিল (একিউআই) ৪৬০। সোমবার সকালে সেই মাত্রা ৪৮৮ ছুঁয়েছে। সব থেকে খারাপ পরিস্থিতি দিল্লির আরকেপুরম (৪৬৬), পতপরগঞ্জ (৪৭১) এবং নিউ মোতি বাগ (৪৮৮) এলাকায়। টানা পাঁচ দিন ধরে দিল্লির বাতাসের গুণগত মান 'অতি ভয়ানক' পর্যায়ে রয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শ্বাসকষ্ট, চোখ জ্বালার মতো উপসর্গ দেখা দিচ্ছে দিল্লিবাসীর। পরিবেশবিদেরা বলছেন, দিল্লিতে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে শুধু মানুষের উপরই প্রভাব পড়ছে না, পশুপাখিদের উপর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০২/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৪ নং এফিডেভিট বলে Md. Asgar S/o. Abdul Ahammad ও Md. Asgar S/o. Md. Ahamed সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৬৩৪০ নং এফিডেভিট বলে Swapan Kumar Bhar, Swapan Kr. Bhar ও Swapan Bhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫২৯ নং এফিডেভিট বলে Dipak Paul S/o. Anil Pal ও Dipak Kr Paul S/o. A. Ch. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫৩১ নং এফিডেভিট বলে Mrityunjoy Koley S/o. Jiban Krishna Koley ও Mrityunjoy Kole S/o. J. Kole সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে Puja Jashu Poddar ও Puja Poddar W/o. Litan Poddar residing at Adisaptagram, Namajghar, Adconagar, Mogra, Hooghly-712121, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Rehan Poddar.

নাম-পদবী

গত ০৩/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫২২১ নং এফিডেভিট বলে Prasenjit Bera S/o. Paresh Chandra Bera ও Prosenjit Bera S/o. Paresh Ch. Bera সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২২ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৯৭২ নং এফিডেভিট বলে আমি মতলুব আনোয়ার পিতা আসরাফুজ্জামান সরকার ও মতলুব আনোয়ার সরকার পিতা আসরাফুজ্জামান সরকার সর্বত্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

424867637- LICI পলিসিতে আমার নাম Mithun Basak, S/O. Sushil Basak আছে। গত ২৬-০৮-২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Mithun Saha, S/O. Sushil Saha নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি Dilip Chakraborty পিতা Lt. Smarajit Chakraborty চন্দননগর কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা ইং ০৩-১১-২০২৩ তারিখে Dilip Kumar Chakraborty নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। Sl. No.- 6329. Dilip Kumar Chakraborty ও Dilip Chakraborty একই ব্যক্তি।

NOTICE

It is hereby publicly intimated that my client **Mr. Prabal Chaudhuri** S/o. Lt. Kshitish Ch. Chowdhury residing at 3/4, Dr. C. C. Ghosal Lane, P.O.- Konnagar, P.S.- Uttarpara, Dist.-Hooghly, Pin - 712235, W.B. being a partner of **M/s. Adarsha Construction** has acquired exclusive right, till, interest & possession over Space/Office Room (10'9" x 15'6") measuring more or less 166.62 sq.ft next to Parking (10'0' x 14'5") comprising in R. S. Dag No. 7010, 7011, 7014 & 7018 under R. S. Khatian No.1582, 1584 & 1586 lying mouza Konnagar, J. L. No. 7, District Hooghly Additional Sub-Registry Office, Serampore at Ground Floor amalgamated Municipal holding no. 30 & 31, Prosad Moyee Devi Lane, P.O. - Konnagar, P.S. - Uttarpara, Dist. - Hooghly, Pin - 712 235 by virtue of Regd. Deed of General Power of Attorney dt.11/10/07 executed by Sri Sanat Kumar Chatterjee (land owner).

As such, my client had undisputed possession with the right title over said Space/Office Room as stated above. My client is interested & decided to sale, dispose of the Space/Office Room (10'9"x 15'6") measuring more or less 166.62 sq.ft. If any person(s)/company has/have any objection/grievance against my client & his above mentioned dis-closement regarding the Space/ Office Room (10'9"x15'6") measuring more or less 166.62 sq.ft., he/she/ they may expose his/her/their objection/ grievance to me within 30 (thirty) days from the date of publication of this NOTICE.

On expiry, any sort of objection/ grievance can't be entertained & my client shall have no embargo to sale, transfer & dispose of said Space/Office Room and/or any part thereof in favour of any intending purchaser/buyer at any consideration which please note.

The schedule above referred to butted & bounded by:-
ON THE NORTH: PROPERTY OF TAPAN CHATTERJEE & ORS, ON THE SOUTH: MUNICIPAL ROAD, ON THE EAST: FLAT D-1, ON THE WEST: FLAT B-1

SUJATA DE
(Advocate)
District Judge Court
Hooghly at Chinsurah, 712101
Ph. No. 9903426263

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৭ ই নভেম্বর, মঙ্গলবার ২০ কার্তিক, দশমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বৃহস্পতি বুধ অনুকূলে আছে। আজ জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। ব্যাবসায়ী অধ্যাপক চিকিৎসক ব্যাবসায়ীদের জন্য অতীব শুভ দিন। কোনো প্রতিষ্ঠিত পুরুষ বা মহিলা দ্বারা কিছু সুযোগ বৃদ্ধি। ভাগ্য প্রবর্তনশীল চাকরি ছাড়বেন ভাবছেন, বাবসাতে শুভ হবে। তবে গ্রহ অবস্থান দেখে নিয়ে কাজ করুন।

বৃষ রাশি : আজ একটু বেগ পেতে হবে। দিনটি কষ্টকর। কর্ম ক্ষেত্রে আপনার বস আপনার ওপর সন্তুষ্ট নয়। বিবাহিত জীবন আজ সুখকর নয়। গুপ্ত কথা প্রকাশে আস্তে পারে। যে মহিলাকে আপন করতে চাইছেন তিনি কি আপনার সত্যি করের আপন। কষ্টসহিষ্ণুতা আপনার একটি মহৎ গুন্। একটু ধৈর্য ধরুন সময় আসবে।

মিথুন রাশি : আপনার উদারতা এবং পরদুঃখ কাতরতা আজ আপনাকে সম্মান পাইয়ে দেবে। প্রতিপত্তি বিস্তার হবে, নাম, যশ বৃদ্ধি হবে। যারা প্রশাসন বিভাগে কাজ করছেন তারা মন কে স্থির করুন আজ আত্ববিশ্বাস বৃদ্ধি হবে বিশেষ লাভ পাবেন।

কর্কট রাশি : আজ আপনার অদ্ভুত খেয়ালের জন্য সম্মান প্রাপ্তি নিশ্চিত। অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণতা, ভাবপ্রবণতা ,দ্বারা সকলের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ হবে। যে মানুষরা আপনার সান্নিধ্য পেতে চায়ে তাদের থেকে আজ শুভত্ব প্রাপ্তি হবে। প্রতিষ্ঠা এবং সুনাম পাওয়ার নেশা আজ আপনার মধ্যে কিছু ভালো তৈরী করবে।

সিংহ রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। আজ আপনার উদ্দীপনা, সাহসিকতা, সবার প্রশংসা কুড়োবে। বন্ধু ভাগ্য ভালো। আজ সহজেই বন্ধুত্ব লেভার দ্বারা শুভ হবে। আপনি যেমন বন্ধুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন আজ এই রকমই কয়েকজন বন্ধু আপনার পশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

কন্যা রাশি : ভবিষৎ সম্পর্কে আপনার উদাসীনতা আজ কোনো মানসিক দুঃখ দিতে পারে। ঠিকাদারি কাজে যারা আছেন আজ কোনো ক্ষতির সোমুখহীন হতে পারেন। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন।

তুলা রাশি : শিক্ষক উপদেষ্টা সরকারি বেসরকারি কর্মচারী দের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আটকে থাকা কোনো কাজ হটাৎ হয়ে পরবে। পরিবারে আপনার বুদ্ধির দ্বারা দীর্ঘদিনের আটকে থাকা জট আজ খুলতে পারে। নিখুঁত ভাবে কাজ করার জন্য আজ আপনার সম্মান বৃদ্ধ হবে কর্মক্ষেত্রে।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে করোতোবে গাফিলতিও করলেও আজ এমনি এক শুভ দিন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ আজ আপনার প্রশংসা করবে। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা মনের মধ্যে না রেখে আজ গুপ্তত শত্রুকে পরাস্ত করতে পারবেন। আয়কর বিক্রয়কর সামাজিক বিবাদের কাজ শস্য জাতীয় বিভাগের কাজের আজ আর্থিক লাভ নিশ্চিত। যারা কারিগরি বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করছেন তাদের আজ শুভ দিন।

ধনু রাশি : বৃহস্পতির কৃপা পাবেন আজকে। উদারতা ও ক্ষমা আপনার এই দুই মহৎ গুনের জন্য আজ আপনি সম্মান পাবেন। সমাজ সেবায় সুনাম হবে। কোনো রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। সাহিত্য চর্চা, ও স্টেশনারি দোকান যাদের আছে তাদের আজ শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ পরিবার পরিজন থেকে ছোট ঘটনা নিয়ে বড়ধরণের বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দেব দেবীর মন্দিরে না গিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। শশুর তৃতীয় ব্যাক্তি দ্বারা আজ মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। মন সন্দেযুক্ত হওয়ার কারণে যার উপর সন্দেহ করছেন তিনি কিন্তু সন্দেহের উর্ধে। বিশ্রাম নিন তবে অতি বিশ্রামে শরীর নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

কুম্ভ রাশি : ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। নৈরাশ হতাশা কেটে সন্তান এবং পরিবারের সদসদের ব্যাবহারে আনন্দ বৃদ্ধি। যেহেতু শুভ দিন সেহেতু আজ কিছু বড়ো কাজ করবেন ভেবেছিলেন সেটি শুরু করতে পারেন। শশুর বাড়ির কোনো বয়স্ক সদস্যের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। ফোন,ফ্যাক্স দ্বারা কোনো যোগাযোগে অর্থ বৃদ্ধি নিশ্চিত।

মীন রাশি : পরিবারে বিতর্ক বিবাদ বিসংবাদ চলবে। ধৈর্য সহ পিত মাতার কথা শুনলে সমস্যার পথ বেরোবে। বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো স্পিরিচুয়াল গুরুর বাক্যকে সমর্থ করার জন্য লাভ প্রাপ্তি। সন্তাননেই সফলত্যে আনন্দ প্রাপ্তি। গুপ্ত শত্রুর মোকাবিলা করে রুখে দিতে পারবেন। সিংহ, কন্যা, ও কুম্ভ রাশির জাতক থেকে সতর্কপ থাকুন । ধৈর্য ধরলে পরিবার থেকে বড়ো রকমের সমস্যা থেকে মুক্তি।

(আজ বিপিন চন্দ্র পালের ভূমিষ্ঠ দিবস।
বিজ্ঞানী সি ভি রমনের ভূমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

কালীপুজো ও দীপাবলির আগে দাম নিয়ন্ত্রণে টাস্কফোর্সের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজো ও দীপাবলির আগে পেঁয়াজ-সহ অন্যান্য শাকসবজির দাম নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার গঠিত টাস্ক ফোর্স বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালাচ্ছে। স্থানীয় পুলিশ এবং এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চকে সঙ্গে নিয়ে টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা সোমবার দক্ষিণ কলকাতার লেক মার্কেট ও গড়িয়াহাট বাজারে হানা দেন। পেঁয়াজ-সহ অন্যান্য শাকসবজির দাম খতিয়ে দেখেন তারা। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বাজারের বিক্রেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন।

বেশি দামে পেঁয়াজ বিক্রি করলে কঠোর শাস্তি হতে পারে বলে বিক্রেতাদের সতর্ক করা হয়েছে। টাস্কফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে জানান, বেআইনিভাবে বেশি দামে পেঁয়াজ বিক্রি করলে শাস্তি অপরিহার্য। এই ধরনের বেআইনি কাজ ধরা পড়লে বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিল হতে পারে। এমনকী, আইনগত ভাবেও কড়া শাস্তি হতে পারে।

অন্যদিকে, পেঁয়াজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি থেকে সাধারণ মানুষকে নিষ্কৃতি দিতে শনিবার থেকে রাজ্য সরকারের সুফল বাংলা স্টলগুলিতে সুলভ মূল্যে পেঁয়াজ বিক্রি করা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জেলার মোট ৪৭৮ টি সুফল বাংলার স্টল থেকে ৫৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি করা শুরু হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

‘নিরি’র স্বীকৃত সবুজ আতস বাজিই ভরসা এবার নুঙ্গির ব্যবসায়ীদের

হাজার থেকে দুশোয় নামল বাজির দোকান

বিপ্লব দাশ

বজবজ-মহেশতলা : বজবজ-মহেশতলার পুটখালি, বরকনতলা, নন্দরামপুরের ঘরে ঘরে বাজি কুটিরশিল্প। এখানকার শব্দবাজির বেশ নামডাক রয়েছে। কিন্তু শব্দ ও পরিবেশ দূষণের যাঁতাকলে এই কুটির শিল্প আজ ধ্বংসের পথে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বাজি শিল্পের পুরনো গরিমা ফিরিয়ে আনতে পরিবেশ বান্ধব আতশবাজি তৈরির কাজে উদ্যোগী হন। ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট সংক্ষেপে ‘নিরি’র উদ্যোগে আতশবাজি প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২০০ জন এই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। নানা টালবাহানার পর ‘নিরি’র স্বীকৃত শংসাপত্র পেয়ে আতসবাজি তৈরির কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসনিক কারণে সমস্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা ‘সবুজ’ বাজি তৈরির করতে পারছেন না। বজবজ-মহেশতলা অঞ্চলে বাজি শিল্পের প্রায় জনা দশেক বাজি কারখানা সবুজ বাজি তৈরি শুরু করেছে। যদিও চাহিদার তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। তাই শিবাকাশির বাজিতেই ভরসা রাখছেন খুচরো ব্যবসায়ীরা।

কালীপুজো ও দীপাবলির আগে নুঙ্গি চিংড়িপোতা জুড়ে প্রায় হাজার খানেক মানুষ অস্থায়ীভাবে বাজির খুচরো দোকান বসান। গত বছর পর্যন্ত এই ব্যবসায়ীরা কোনওরকম অনুমতি নিতেন না। দুর্গাপুজোর পর থেকে কালীপুজো কয়েকটা দিন দোকান বসাতেন। কিন্তু এবছর বিনা লাইসেন্সে কোনও খুচরো ব্যবসায়ীকে দোকান বসানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। প্রদেশ আতস বাজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ও বজবজ-মহেশতলা আতস বাজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক, শুকদেব নস্কর বলেন, ‘গত বছর পর্যন্ত স্থানীয় বাসিন্দারা অস্থায়ীভাবে এই সময়ে বাজির দোকান দিতেন। প্রায় হাজারখানেক দোকান বসত। এজন্য প্রশাসনের কোনও অনুমতি তাঁরা নিতেন না। কিন্তু এবছর পরিস্থিতির বদল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজি ব্যবসার জন্য এমএসএমই পোর্টালে গিয়ে বাজি ব্যবসার লাইসেন্স নিতে হয়েছে। তাই এই বছর এখনও পর্যন্ত দুশোর মতো অস্থায়ী বাজি দোকান বসার সম্ভাবনা রয়েছে। এক বছরের জন্য খুচরা লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে।’

বজবজ-মহেশতলার পুটখালি, বরকনতলা, নন্দরামপুরের ঘরে ঘরে শব্দবাজির আতুড়ঘর। চকলেট বোম, দোদোমা, আমড়া আঁটি, আলু বোম, রকেট শব্দবাজির একসময় রমরমা ছিল। কিন্তু পরিবেশ ও শব্দদূষণের জাঁতাকলে সেই শব্দবাজির রমরমা নেই। তবে ১২৫ ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দবাজির অনুমতি দিয়েছে পরিবেশ দপ্তর। কিন্তু এই বছর সময় না থাকায় সেই শব্দবাজি তৈরি হচ্ছে না। শুধুমাত্র আতসবাজির উপর নির্ভর করে ব্যবসা চলছে বলে জানালেন প্রদেশ আতস বাজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ও বজবজ-মহেশতলা আতস বাজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শুকদেব নস্কর। তিনি বলেন, তঞ বছর নিরি-র প্রশিক্ষণ নিয়ে কারখানা চালু করতে হয়েছে। মাত্র জনা দশেক কারখানায় সবুজ আতস বাজি তৈরি হচ্ছে। তবে ১২৫ ডেসিবেলের শব্দবাজির অনুমতি থাকলেও আপাতত তা তৈরি হচ্ছে না। কারণ, নিরি স্বীকৃত বাজি কোড ছাড়া বিক্রি করা যাবে না। তাই এবছর আতসবাজি উপর নির্ভর করেই ব্যবসা করতে হবে। এখানে যে চাহিদা তাতে এখানকার তৈরি বাজির সঙ্গে শিবকাশি থেকে আসা বাজিও বিক্রি করতে হচ্ছে। এখানকার তৈরি বাজি এবছর আর বাইরে পাঠানো হবে না।

স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াচ্ছে ট্রেন, যাত্রী পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষ নিত্যযাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সোমবার টিকিয়াপাড়া স্টেশনে দীর্ঘ এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে ছিল ডাউন আমতা-হাওড়া লোকাল। সোমবার সকাল ১০৪৫ মিনিট থেকে হওয়া এই ঘটনার জেরে যাত্রীরা চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হতে হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পরিষেবা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে। যাত্রীদের অভিযোগ দক্ষিণ-পূর্ব রেলে এই ঘটনা নিত্যদিনের। প্রায় তাদেরকে এর সম্মুখীন হতে হয়। রেলকে প্রশ্ন করলে সদুত্তর মেলেনি। কখনও প্ল্যাটফর্ম না পাওয়ার কারণে কখনও বা একই লাইনে একাধিক ট্রেন থাকার দরুন এই ধরণের ঘটনা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে।

হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থেকে ট্রেনে আসা বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমি জগৎবল্লভপুর থানার সিভিক ভলান্টিয়ার। সকালে হাওড়া কোর্টে ডিউটি রয়েছে। আমি সকাল ৯ টায় বাড়ি থেকে বেড়িয়েছি। ঠিক টিকিয়াপাড়াতে এসে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়ল। দীর্ঘ এক ঘন্টা ধরে এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। এই ঘটনা প্রায়শই ঘটে।’

অপর এক যাত্রী কল্যাণ পালুই বলেন,’ এখানে দীর্ঘক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়ে। যে কাজের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম সেটা আর হল না, অগত্যা বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আমার এক সহকর্মী ট্রেনে ছিল। সে নেমে বাসে অফিস চলে গেল। যদিও ময়দানের সামনে অবরোধের জেরে সেও বাসে আটকে পড়েছে। এটা নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

যদিও ট্রেনের গার্ড বলেন, ‘আমার এই বিষয়ে বলার কোনো অধিকার নেই। আমার কাছে যতটা তথ্য আছে সিগন্যাল না পাওয়ার কারণে ১০৪৬ মিনিট থেকে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। সিগন্যাল না পেলে ট্রেন এগোবে না। আগেও অনেক ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে এটুকুই আমি জানি।’

এর জেরে অফিস যাত্রীরা সমস্যাতে পড়েন। নির্ধারিত সময়ের পরেও অফিসে পৌঁছে কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্তর জবাবদিহি করতে হয়। এর আগে পরিষেবা ঠিক করার দাবি জানিয়ে ট্রেন অবরোধ হয়েছিল সাঁতরাগাছি সহ হওয়া স্টেশনেও বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন যাত্রীরা। যদিও তাতেও সমস্যা কিছুই মেটে না বলেই দাবি যাত্রীদের। ট্রেন পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার পর বহু যাত্রীরা হাঁটা পথে, বাসে তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যদিও এই বিষয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক আদিত্য কুমার চৌধুরী জানান, সোমবার হাওড়া স্টেশনে পূর্ব রেলের একটি দূরপাল্লার ট্রেন দেরিতে এসে পৌঁছনোতেই সমস্যা হয়েছে। ওই ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে বাকি ট্রেনগুলো মাঝপথে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময় সূচি ছাড়া দেরিতে আসা ট্রেনের কারণে এই ধরণের সমস্যা হয়। আমরা পূর্ব রেলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলছেন যাতে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়।’ দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা পর ১২১২ মিনিটে ফের স্বাভাবিক হয় যাত্রী পরিষেবা।

দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে তপ্ত টিটাগড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ফের তপ্ত টিটাগড়। অভিযোগ, রবিবার রাতে টিটাগড় জিসি রোডে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার রেশ এসে পড়ে উড়ান পাড়ায়। সংঘর্ষে দু’জন গুরুতর আহত অবস্থায় বারাকপুর বি এন বসু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে সূত্রে খবর। বাইক, অটো, টোটোতেও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি নেতা কিশোর করের দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের লড়াইতে মাঝে মধ্যেই অশান্ত হয়ে উঠেছে টিটাগড়। রবিবার রাতেও তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তৃণমূলের গোষ্ঠী কাজিয়ার জেরে যথেষ্ট আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ লালবাবু বলেন, ‘জিসি রোডে দু’দল ছিনতাইবাজের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। পুলিশ ধাওয়া করলে ওরা উড়ান পাড়া হয়ে পালিয়ে যায়।’ তাঁর অভিযোগ, পুলিশ এসে কারবালা রোডে বাইক, অটো ও টোটোতে ভাঙচুর চালিয়েছে। অপরদিকে ঘটনা নিয়ে টিটাগড় পুরসভার উপ-পুরপ্রধান মহম্মদ জলিল বলেন, ‘টিটাগড় জিসি রোডে দু’দলের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে ওরা উড়ান পাড়া দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় জড়িতদের ধরতে না পেরে টিটাগড় থানার পুলিশ কারবালা রোডে থাকা টোটো ও অটোতে পুলিশ ভাঙচুর চালায়। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা। উপ-পুরপ্রধানের দাবি, এটা কোনও রাজনৈতিক গন্ডগোল নয়। বিরোধীদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের অভিযোগ ভিত্তিহীন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যকে চিঠি শিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদনব: বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বৈঠক ডাকা নিয়ে জবাবদিহি তলব করে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য শান্তা দে-কে চিঠি দিয়েছে। স্থায়ী উপাচার্য না হয়েও কীভাবে তিনি ওই বৈঠক ডেকেছেন চিঠিতে তা জানতে চাওয়া হয়েছে বলে শিক্ষা সূত্রে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, অবিলম্বে প্রস্তাবিত ওই বৈঠক বাতিল করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারকে আলাদা চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেখানে অন্তর্বতীকালীন উপাচার্যের পদের সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ওই বৈঠক বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের কোন কাজ করার আগে যাতে শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি নেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সে বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে কর্মসমিতির বৈঠক ডেকেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তিকালীন উপাচার্য শান্তা দে। সেই বৈঠকের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে ওই চিঠিতে। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য ইসির বৈঠক ডাকতে পারেন না। এর পরেও বৈঠক হলে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের নজরে আনব।’

এর আগে কর্মসমিতির বৈঠক ডেকেছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বতীকালীন উপাচার্য। বিষয়টি জানতে পারার পরই রাজ্য কড়া পদক্ষেপ নেয়। এরপরই স্থগিত হয়ে যায় ওই বৈঠক। এবার একই ঘটনা ঘটল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও। প্রসঙ্গত, উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে নবান্ন বনাম রাজ্যপালের সংঘাত আদালতে গড়িয়েছিল। যার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল, রাজ্যপাল আর অন্তর্বতী উপাচার্য নিয়োগ করতে পারবেন না। এমনকী, রাজ্যপাল যাঁদের অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করেছেন, তাঁরা কোনও সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নিতে পারবেন না।

প্রথমবার করিমপুর পর্যন্ত ট্রেন, সমীক্ষার অনুমোদন দিল রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মুর্শিদাবাদের করিমপুর নিবাসীদের জন্য আনন্দের খবর জানাল পূর্ব রেল। স্বাধীনতার ৭৬ বছরে প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার কৃষ্ণনগর - করিমপুর নতুন লাইন প্রকল্পের জন্য সমীক্ষার কাজ অনুমোদন করেছে। ব্রিটিশ ভারতের ঔপনিবেশিক যুগে, তৎকালীন ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ করিমপুর হয়ে কৃষ্ণনগর-বহরমপুর রেললাইনের জন্য একটি সমীক্ষা চালালেও সেই রেলপথ সংযোগের বিষয়ে সাড়া দিতে প্রায় এক শতাব্দী সময় লেগে গেল। তার জেরেই করিমপুর, রেলওয়ে নেটওয়ার্কের বাইরেই রয়ে গেছে। যদিও রেললাইন কেবলমাত্র লালগোলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, যা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে মুর্শিদাবাদ জেলার দূরবর্তী কোণে অবস্থিত ।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার করিমপুরের বাসিন্দাদের জন্য একটি উচ্চ গতির গণপরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। করিমপুর এলাকার সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এবং এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুবিধার্থে, বর্তমান কেন্দ্র সরকার কৃষ্ণনগর - করিমপুর নতুন লাইন চালু করার জন্য সমীক্ষার অনুমোদন দিয়েছে। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৮০ কিমি।

মাটি অনুসন্ধানের কাজ, টপোগ্রাফি জরিপ এবং ট্রাফিক জরিপ চলছে। জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য গ্রামের মানচিত্র সরবরাহ করে সাহায্যের জন্য রেলওয়ে বিভিন্ন মৌজা এবং ব্লক এলাকার ব্লক এবং সংস্কার অফিসারদের চিঠি পাঠিয়েছে রেল। আগস্ট থেকে জরিপ কাজ শুরু করে রেলওয়ে ইতিমধ্যেই সমীক্ষার একটি অগ্রসর পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং আশা করা হচ্ছে যে কৃষ্ণনগর-করিমপুর নতুন লাইনের জন্য সম্পূর্ণ জরিপ কাজ ৬ মাসের মধ্যে শেষ হবে। এরপর সম্ভাব্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।

এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য, রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের কাছ থেকে সমস্ত ধরনের সহযোগিতা নিয়ে রেল কাজটি করবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৭ নভেম্বর ২০ কার্তিক, ১৪৩০, মঙ্গলবার

পুর নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে ইডি দপ্তরে হাজিরা কামারহাটি ও বরানগর পুরসভার দুই প্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে তলব করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সোমবার সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিলেন কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহা। হাজিরা দেন বরানগরের চেয়ারপার্সন অর্পণা মৌলিক। ইডি সূত্রে খবর, দু'জনকে পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। এর আগেও গোপাল সাহাকে একাধিকবার পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। তল্লাশিও চলে গোপাল সাহার বাড়িতেও। অর্পণা মৌলিককেও আগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল ইডি-র তরফ থেকেই। এদিকে ইডির এই তলব নিয়ে গোপাল সাহা জানান, 'যাঁর দরকার সে তো আসবেই।' কেন বারবার তাঁকে ডাকা হচ্ছে, তাঁর বাড়িতে তল্লাশি করা হচ্ছে? পুর প্রধানের বক্তব্য, 'এতে সমস্যার কিছু নেই।'

এদিকে ইডি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে শেষ কয়েকদিনে নতুন করে চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে উঠে এসেছে তদন্তকারীদের। তার ভিত্তিতেই নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, এর আগের জিজ্ঞাসাবাদে বেশ কিছু ক্ষেত্রে অসঙ্গতি পেয়েছেন তদন্তকারীরা। তাই সেই ব্যাপারগুলিতে আরও বেশি করে নিশ্চিত হতে চাইছে ইডি। কীভাবে ওই দুই পুরসভায় নিয়োগ হয়েছিল, কত ভ্যাকান্সি ছিল, কত জনকে নিয়োগ করা হয়েছে, সে সব বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পাশাপাশি ইডি-র তরফ থেকে এও জানানো হচ্ছে, ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বেআইনি ভাবে পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার তদন্ত করছে ইডি। আর তারই সূত্র ধরে নতুন করে ইডি-র স্ক্যানারে রয়েছে ১০ টি পুরসভা। এই তালিকায় প্রথমেই নাম রয়েছে বরানগর ও কামারহাটি পৌরসভার। একইসঙ্গে ইডি আধিকারিকরা এও জানিয়েছেন, যে কটি পুরসভার নাম পাওয়া যাচ্ছে, তা বেশিরভাগই উত্তর ২৪ পরগনার। এবং এই পুরসভাগুলিতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ভাল প্রভাব ছিল। একদিকে যখন রেশন দুর্নীতির তদন্ত চলছে জোর কদমে, তখনই সমান্তরালভাবে পৌরসভাগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও যে দুর্নীতি হয়েছে, তার তদন্ত চলছে।

গত কয়েক মাসে রাজ্যের একাধিক পুরসভার প্রাক্তন ও বর্তমান পুর প্রধানের বাড়িতে হানা দেন ইডির আধিকারিকেরা। এই তদন্তের স্বার্থেই রাজ্যের বর্তমান খ াদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতেও দীর্ঘক্ষণ তদন্ত চালায় ইডি। যদিও, তদন্ত চালিয়ে ইডি আধিকারিকরা কিছুই পাননি বলে দাবি করেছিলেন রথীন ঘোষ।

শুরু উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু হল সোমবার থেকে। এদিন সকাল ন'টা থেকে সল্টলেক এসএসসি ভবনের সামনে হাজির হন চাকরিপ্রার্থীরা। স্বচ্ছতা মেনেই কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে। সোমবার ৩০০ জন প্রার্থী কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেন। ধাপে ধাপে প্রায় ১৩ হাজার চাকরি প্রার্থীর কাউন্সেলিং করা হবে বলে এসএসসি সূত্রে খ বর।

সোমবার সকাল ১০টা থেকে সল্টলেকে এসএসসির নতুন ভবনে কাউন্সেলিং শুরু হয়। সব মিলিয়ে চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা ১৩ হাজারের ওপর। আগামী ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে কাউন্সেলিং পর্ব। আদালতের নির্দেশ মেনে এখন আপাতত সুপারিশপত্র না দিতে পারলেও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কোন প্রার্থী কোন স্কুল বেছে নিয়েছেন তা উল্লেখ করে সম্মতিপত্র দেওয়া হবে এসএসসির তরফে। কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া নিয়ে যাতে কোনও অভিযোগ না হয়, তার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ভবনের ভিতরে বেশ কয়েকটি স্ক্রিন লাগানো হয়েছে। চাকরি প্রার্থীরা ওই স্ক্রিনে কে কোন স্কুল বেছেছেন তাও ডিসপ্লে করে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। কাউন্সেলিং শুরুর আগে প্রার্থীদের নথি পরীক্ষা করা হচ্ছে। সেখানে ডিগ্রি, প্রশিক্ষণ, জাতিগত শংসাপত্র সহ সমস্ত নথি যাচাই হচ্ছে।

এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছেন, সমস্ত তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। প্যানেল থেকে স্কুলের নাম, কাউন্সেলিংয়ের খুঁটিনাটি, তালিকা সবই আপলোড করার পাশাপাশি প্রার্থীদের কাছে কললেটারও পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, আদালত প্রার্থীদের সুপারিশ পত্র দেওয়ার অনুমতি না দেওয়ায়, তাঁদের সম্মতিপত্র দেওয়া হবে। সেখ ানে প্রার্থী কোন স্কুল বেছে নিয়েছেন, তার উল্লেখ থাকবে। পরবর্তীকালে আদালতের সম্মতি পেলে, প্রার্থীদের সুপারিশপত্র দেওয়া হবে।

চিন্তা বাড়াচ্ছে কলকাতার দূষণ, কালীপুজোর আগে সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তথ্য বলছে, দূষিত শহরের তালিকায় রাজধানী দিল্লির পরেই রয়েছে মুম্বই ও কলকাতা। রবিবারই সামনে এসেছে সেই তথ্য। বাতাসে বেড়েছে দূষণের পরিমাণ। এদিকে সামনেই কালীপুজো। আলো ও বাজির উৎসব। তার আগে এই দূষণের মাত্রা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা করছেন পরিবেশবিদ থেকে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি তাঁরা সতর্ক করেছেন রাস্তার কালো ধোঁয়া নয় ঘরের ভিতরের পরিবেশ নিয়েও।

কারণ তাঁদের অনুমান, সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে প্রতিবারের মতো এবারও প্রচুর বাজি পুড়বে। এবার দূষণের নিরিখে শীর্ষ তালিকায় থাকা কলকাতার সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। ইতিমধ্যেই শহরের বাতাসে বিরাট মাত্রায় রয়েছে ক্ষতিকারক গ্যাস। সেই সঙ্গে ধূপ-ধুনো-মশার কয়েলের মতো বাড়িতে ব্যবহৃত জিনিসেই বাড়ছে ভয়। এই দূষণের জেরে ক্ষতি হচ্ছে শিশুদের ফুসফুসের। এরই পাশাপাশি রয়েছে অ্যালার্জি, ত্বকের সমস্যা, ক্যানসারের মতো রোগের আশঙ্কা। এই প্রসঙ্গে শিশু ফুসফুস রোগ বিশেষজ্ঞরাও জানাচ্ছেন, 'আউটডোরের থেকে ইন্ডোর অর্থাৎ বাড়ির ভিতরের দূষণ কমানোটা খুব জরুরি। এটাই ফুসফুসের সমস্যার সবথেকে বড় কারণ হয়ে উঠছে।'

শুধু তাই নয়, দিল্লির দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ যে ন্যাড়া পোড়ানো, তার বাড়বাড়ন্ত রয়েছে এই রাজ্যেও। কারণ, বাংলা কৃষিপ্রধান রাজ্য। এখানেও একাধিক জেলায় চলছে চাষের জমি থেকে উঠছে ধোঁয়া। বাঁকুড়ার রাধামোহনপুর এলাকায় বিঘের পর বিঘে জমিতে চলছে এই ন্যাড়া পোড়ানোর কাজ। এদিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা আলু চাষের গড়।

শীতের শুরুতে সেখানে চাষের প্রস্তুতি চলছে। তার আগে পাকা ধান কাটা হচ্ছে হারভেস্টার মেশিন দিয়ে। ফলে সেখানেও পড়ে থাকছে গোড়া। তাতেই ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আগুন। কাজে আসছে না কোনও সতর্কবার্তা। বাড়ছে দূষণ। ক্ষতি হচ্ছে মাটির।

এই প্রসঙ্গে পরিবেশবিদরা জানাচ্ছেন, ফসলের পড়ে থাকা অংশ বা খড়টা মাটিতে মিশে গেলে নাইট্রোজন ও সালফারের পরিমাণ বেড়ে যায় জমিতে। সেটা পুড়িয়ে দেওয়া হলে মাটির উর্বরতা বাড়ে না। অর্থাৎ আদতে মাটির ক্ষতিই হচ্ছে। অথচ সেই সচেতনতা নেই অনেকের মধ্যেই!

বঙ্গে উত্তরে হাওয়া ঢোকার পথ সুগম, ক্রমশ কমবে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে বঙ্গে ঢুকছে উত্তুরে হাওয়া। সোমবার সকাল থেকেই গরম ভাব কমেছে অনেকটা। ভোর থেকেই বাতাসে শিরশিরানি।

আলিপুর হাওয়া অফিসও জানিয়ে দিয়েছে,মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা বেশ কিছুটা নামবে। পুবালি হাওয়ার বদলে উত্তর-পশ্চিমের হাওয়া ঢুকছে রাজ্যে।

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, বঙ্গোপসাগরে এই মুহূর্তে কোনও ঘূর্ণাবর্ত নেই। তামিলনাড়ু ও সংলগ্ন এলাকায় শুধু ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে যেটি উত্তর-পশ্চিম দিক ধরে এগোবে। নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য এলাকায়। তারপরেই উত্তুরে হাওয়া ঢুকতে থাকবে বাংলায়।

উত্তরে হাওয়া ঢুকলেই কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় ২০ থেকে ২১ ডিগ্রির মধ্যে তাপমাত্রা নেমে যাবে

সপ্তাহের শেষরে দিকে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে এই তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির নীচে নেমে যাবে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম জেলাতে তাপমাত্রা ১৮-১৯ ডিগ্রির ঘরে নেমে যেতে পারে বুধবারের মধ্যে। এই সপ্তাহেই শীতের আমেজ ফিরবে দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায়। কলকাতায় সকাল ও সন্ধেয় ফুরফুরে শীতের আমেজ টের পাওয়া যাবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে শীত একটু আগেই আসবে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে এখনও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। বৃষ্টির হাত ধরেই কনকনে ঠান্ডা পড়বে আর দিনকয়েকের মধ্যেই।

হচ্ছে না নির্বাচন, প্রতিবাদে কারখানায় রিলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন-সহ একাধিক ইস্যুতে কোনও সুরাহা না হলে আগামী দিনে শ্যামনগর এক্সাইড ব্যাটারি কারখানা গেটে মঞ্চ করে 'রিলে' আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন শ্রমিক নেতা তথা সাংসদ অর্জুন সিং। অভিযোগ, টানা ৮ বছর ধরে শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন বন্ধ শ্যামনগর এক্সাইড ব্যাটারি কারখ ানায়। তাছাড়া দাবি-দাওয়া আদায়ে আন্দোলন করার জন্য পুজোর আগে ১০জন শ্রমিককেও বরখাস্ত করা হয়েছে। ওই ১০জন শ্রমিককে পুনরায় কাজে বহালের দাবিতে এদিন সরব হলেন শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিং। পাশাপাশি শ্রমিকদের ওপর কাজের চাপ বৃদ্ধি-সহ একাধিক ইস্যুতে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এদিন সুর চড়ালেন সাংসদ অর্জুন সিং। সাংসদের অভিযোগ, কিছু অসাধু

পুলিশকে দিয়ে তাদের ইউনিয়ন অফিসে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর স্ক্র্যাপের নামে কারখ ানা থেকে সীসা বের করে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। অর্জুন সিংয়ের দাবি, মালিকপক্ষের হয়ে কিছু লোক দালালি করছেন। আর ওই দালালরা শ্রমিক ইউনিয়নের থেকে বেশি সুবিধা ভোগ করছেন। সোমবার সকালে তৃণমূল সমর্থিত এক্সাইড পার্মানেন্ট মজদুর মোর্চা ইউনিয়নের ডাকা গেট সভায় সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় সিং, ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, ভাটপাড়ার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার, তৃণমূল নেতা মন্নু সাউ প্রমুখ।

মেডিক্যালে ভর্তি করিয়ে এমবিবিএস করানোর নামে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করিয়ে কোর্স কমপ্লিট করানোর নামে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ। ধাপে ধাপে সাড় সাত লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন এক মহিলা। সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এক ছাত্রীর মায়ের সঙ্গে আলাপ করে এমনই ফাঁদ পেতেছিলেন এক যুবক। সূত্রের খবর, দমদম ফকির ঘোষ রোডের এক পড়ুয়ার মায়ের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় হয় আলাপ জমান অভিযুক্ত যুবক। ওই যুবককে দমদম থানার পুলিশ কয়েকদিন আগে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা মামলায় গ্রেপ্তার করেছে। নাগেরবাজার থানা তাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ হওয়ার পর কথাবার্তায় মহিলা ওই যুবককে জানান, মেয়ে বাড়িতে পড়াশুনা করছেন এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন, ডাক্তারি পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এরপরই ওই যুবক তাঁর জানান, মণিপালের মন্ত্রী এইচ কে পাটেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় রয়েছে। সেই মন্ত্রীর কোটাতেই কস্তুরবা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করিয়ে এমবিবিএস কোর্স সম্পূর্ণ করিয়ে দেবেন। কিন্তু তার জন্য টাকা লাগবে। অগ্রিম এক লক্ষ টাকা দাবি করেন ওই যুবক। যুবকের কথামতো এক লক্ষ টাকা দিয়েও দেন ওই পড়ুয়ার মা।

অভিযোগ, মেয়েটির সমস্ত তথ্য নেওয়ার পরে ধাপে ধাপে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেন অভিযুক্ত যুবক। বিশ্বাস অর্জন করার জন্য বেশ কিছু মেডিক্যাল কলেজ সংক্রান্ত ভুয়ো নথিও দেন ওই মেয়েটির মাকে। এরপর আর বিষয়টি না এগনোয় সন্দেহ হয় তাঁদের।

কিছুদিন পরে কস্তুরবা মেডিক্যাল কলেজের নম্বরে যোগাযোগ করে তাঁরা বুঝতে পারেন তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন। এরপর তাঁরা অভিযুক্ত যুবককে ফোন করেন। তখন ওই যুবক জানান, 'মন্ত্রী কোটায় ভর্তি হলে কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছু বলতে পারে না।'

এরপরই নাগেরবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যুবতী। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে, নাগেরবাজার পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত নেমে জানতে পেরেছে এই যুবক বাংলা-সহ ভিন রাজ্যের একাধিক নেতানেত্রীদের সঙ্গে ছবি তুলে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করেছেন। পুলিশ জানতে পেরেছে, কল্যাণী এইমস-এ চাকরি দেওয়ার নাম করেও এই অভিযুক্তের নামে একাধিক প্রতারণার মামলা আছে। শুধু তাই নয়, ওই যুবককে দমদম থানার পুলিশ কয়েকদিন আগে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা মামলায় গ্রেপ্তার করেছে। নাগেরবাজার থানা এই অভিযুক্ত যুবককে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

ভিআইপি রোডে চলন্ত ট্রাক থেকে উদ্ধার নিষিদ্ধ বাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজো আর দীপাবলি আসতে মাঝে এক সপ্তাহও বাকি নেই। এরই মাঝে শহর থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি। ট্রাকে তুলে বাক্স ভর্তি বাজি নিয়ে যাওয়ার পথে আচমকা তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ বাজি। পুলিশ সূত্রে খ বর, এই বাজির পরিমাণ প্রায় ৪ টন। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিন জনকে। ধৃতেরা হল,ইব্রাহিম খলিল ওরফে বাবলু, দিলদার হোসেন ও নুরান মোল্লা। এদের মধ্যে একজন ট্রাকের মালিক, একজন চালক ও অন্য জন চম্পাহাটির যেখান থেকে এই বাজিগুলি নেওয়া হয়েছিল সেই দোকানের মালিক।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার দুপুরে লেকটাউনের ভিআইপি রোডের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল এই বাজি বোঝাই ট্রাক। লেকটাউন ভিআইপি রোডে সেই সময় চলছিল নাকা চেকিং। আটক করে এরপরই ওই ট্রাকে হানা দিতেই সাদা কাগজে মোড়া বাক্স থেকে উদ্ধার হয় নিষিদ্ধ বাজি। পুলিশ সূত্রে খবর মিলছে, চম্পাহাটি থেকে বাজি কিনে ট্রাকটি অসমের দিকেই যাচ্ছিল। ট্রাকে ছিল মূলত ৪৫ কার্টন পপ-পপ বাজি ও চকোলেট বোম।

কালী-দুর্গা মিলেমিশে একাকার চিতু ডাকাতের চিত্তেশ্বরীতে

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: একসময় কলকাতা ছিল জলাজঙ্গলে পরিপূর্ণ এক অঞ্চল। এই অঞ্চলে ছিল সুন্দরবনের মতোই বাঘের উপদ্রবের পাশাপাশি ছিল ভয়ঙ্কর ডাকাতের ভয়। বর্তমান কলকাতার যে অঞ্চল যাত্রাদলের জন্য বিখ্যাত সেই চিৎপুরেই ছিল এক ডাকাতের রমরমা। নাম চিত্তেশ্বর রায় বা চিত্রেশ্বর রায়। চিৎপুর নামে কিন্তু কোনও রাস্তা ছিল না সে সময়। এই মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে হত বলে সাহেবরা বলতেন 'ওল্ড পিলগ্রিমেজ রোড' বা 'রোড টু চিৎপুর'। সেখান থেকেই মন্দিরের নাম অনুসারে রাস্তার নামও হয় চিৎপুর রোড।

এই চিতে ডাকাত একদিন স্বপ্নাদেশ পেয়ে গঙ্গার জলে ভেসে আসা নিমকাঠ দিয়ে দেবী দুর্গা মূর্তি নির্মাণ করে তা প্রতিষ্ঠা করে। অভিযানের আগে সর্দার চিত্তেশ্বর রায় বসেছে পুজোয়। ডাকাতের সঙ্গে কালীরই যোগ। দুর্গা অসুরদলনী হলেও তিনি আম বাঙালির ঘরের মেয়ে। সেখানে রক্ত নেই , হিংসা নেই। তবু চিতে ডাকাতের আরাধ্যা দশভুজা। ডাকাতে দুর্গা চিত্তেশ্বরীর পুজো হতো কালীপুজোর নিয়ম মেনেই।

এদিকে ওই অঞ্চলে সেই সময় বাঘের উপদ্রব এতোই বেশি ছিল যে তাকে সন্তুষ্ট রাখতে সুন্দরবনের প্রতিভূ হিসেবে দেবীর পায়ের কাছে একটি বাঘেরও মূর্তি তৈরি করেন চিতে ডাকাত। কথিত আছে, প্রতিদিন ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে ষোড়শোপচারে এই মূর্তির পুজো করতেন চিতে বা চিতু ডাকাত। এখন এই মন্দির আদি চিত্তেশ্বরী মন্দির নামেও খ্যাত। প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো এই মন্দিরের আরাধ্যা দেবী চিত্তেশ্বরী হরিদ্রাভবর্ণা অর্থাৎ হলুদ রঙের। আর পাঁচটি দুর্গা মূর্তির মত নয় এই দেবীর রূপ। দেবী এখানে সিংহবাহিনী। রেভারেন্ড লং সাহেবের কলকাতা বর্ণনায় এই চিত্তেশ্বরী দেবীর কথাও পাওয়া যায়। লং সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী এই মন্দিরে সর্বাধিক নরবলিও দেওয়া হত। সে কারণেই দেবী এখ ানে দুর্গারূপে পূজিত হলেও এই নরবলির কারণে কলকাতার নানা ইতিহাসে দেবী কালী রূপেও বর্ণিত হন। চিতু ডাকাতের সময় নরবলি হলেও পরবর্তীতে ছাগবলি শুরু

হয়। এখন তাও বন্ধ হয়ে শুধুমাত্র এখন ফল বলি দেওয়াই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিত্তেশ্বরী মন্দিরের ভেতরে চিতে ডাকাতের নরবলি দেওয়ার জায়গাটা এখনও আছে। তবে দেবী পুজোর আগে দক্ষিণ রায় বাঘের মূর্তিটিকে পুজো করা হতো। এখনও সেই রীতিই মানা হয়। ডাকাতদের কাছে এই দেবী উগ্রচণ্ডা রূপে পূজিত হলেও বর্তমানে স্নেহময়ী মাতৃরূপেই পূজিত হন। এদিকে বিভিন্ন নথিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবেরও এই মন্দিরে যাতায়াত ছিল।

'চিতে ডাকাতের' মৃত্যুর পর পুজো করার কেউ ছিল না। অনেক বছর জঙ্গলে দেবী পড়ে রইলেন একা। এদিকে কাশীপুর ঘাটে তন্ত্রসাধনা করতেন নৃসিংহ ব্রহ্মচারী। তিনি দারুকাঠের বিগ্রহ খুঁজে পান। এরপর ফের পুজোও শুরু করেন তিনি। 'মন্দিরের গায়ে সাঁটানো ইতিহাসলিপি বলছে , সেটা ১৫৮৬ সাল। আর মন্দিরের শ্বেত ফলকে প্রতিষ্ঠার কাল ১৬১০। জমিদার মনোহর ঘোষ ওই বছর চিত্তেশ্বরীর মন্দির তৈরি করেন। নৃসিংহের অষ্টম শিষ্য শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী গৃহী হন। তাঁর কন্যা ক্ষেত্রমণির বিয়ে হয় হালিশহরের সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারে। এখনকার সেবাইতরা তাঁদেরই উত্তরপুরুষ। বর্তমানে এই মন্দিরের সেবায়েতের দায়িত্বে রয়েছেন সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের বংশধর। সেবায়তরা জানান, চিত্তেশ্বরীর এটাই বাড়ি -ঘর। কৈলাসের ঠিকানা তাঁকে কেউ দেয়নি। তাই রায়চৌধুরী পরিবার তাঁর নিত্যপুজো করে। রোজ হয় ভোগ, আরতি। ভোগে মাঝেমধ্যেই থাকে মাছ। চিত্তেশ্বরীর মন্ত্র একটু আলাদা। দেবীর বুকে লেখা রয়েছে বীজমন্ত্র। যা সেবায়তদের উচ্চারণ করা নিষেধ। 'মন্দিরের ভিতরটা আজও যেন কেমন ঝুপসি , ভিজে জঙ্গলের সবুজে মোড়া ঠান্ডার মতো সোঁদাগন্ধি।

চিত্তেশ্বরীর কাহিনি যে অনেকে জানেন তাও নয়। কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির মূল ফটকের লাগোয়া এই বাড়িতে কখনও বা তাঁর পুজো দিতে আসেন কেউ। না হলে সারা বছর এই সেবায়তদের নিয়ে একলাই থাকেন চিত্তেশ্বরী। মন্ত্রপাঠ, রামপ্রসাদী গান আর হুগলি নদীর ছলাৎ-ছলাৎ শধ নিয়ে বেশ আছেন তিনি।

ঠাকুরপুকুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, দু'টি গাড়িকে ধাক্কা মেরে ডিভাইডারে উঠে গেল বাস

কলকাতা: সকাল বেলাতেই পথ দুর্ঘটনা ঠাকুরপুকুরে। লাক্সারি বাসের ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস পরপর দু'টি চার চাকার গাড়িকে ধাক্কা মেরে উঠে গেল ডিভাইডারে। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৫ জন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তারাতলা থেকে পৈলানের দিকে যাচ্ছিল ২৩৫ নম্বর বাসটি। ঠাকুরপুকুর ৩-এ বাসস্ট্যান্ডের কাছে আচমকাই ওই বাসের পিছনে একটা লাক্সারি বাস ধাক্কা মারে। এমন আচমকা ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি সামনে থাকা দু'টি গাড়িকে ধাক্কা মেরে ডিভাইডারের উপর উঠে যায়। ২৩৫ নম্বর বাসটি যে দুটি ছোট গাড়িকে ধাক্কা মারে, তারমধ্যে একটি পুলিশের গাড়ি। সোমবার সপ্তাহের শুরুর দিনেই সকালের ব্যস্ত সময়ে এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষজন। পরে তাঁরাই উদ্ধারকাজে হাত লাগান।

এদিকে সে সময় রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় ছিল। রাস্তার ধারেই প্রতিদিনের মতো পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন এক ফল বিক্রেতা। তাঁর কাছে ফল কিনছিলেন একজন। যাত্রীবাহী বাসটির ধাক্কায় দু'জনেই গুরুতর জখ ম হয়েছেন। রাস্তার ধারে কালীপুজোর প্যান্ডেল বাঁধার কাজ চলছে। দুর্ঘটনায় জখম হন সেখানে কর্মরত কয়েকজন শ্রমিকও।

সম্পাদকীয়

প্রকৃতি ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রশাসন এত নীরব কেন?

প্রকৃতপক্ষে, দেশ যখন স্বাধীন হয়নি, তখন থেকেই চলেছে প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর মারাত্মক অত্যাচার। দেশের তৎকালীন শাসক ইংরেজরা অন্যায় ভাবে পাহাড়-জঙ্গল লুট করেছে। শহর গড়তে গিয়ে বুজিয়ে দিয়েছে অসংখ্য ছোটখাটো জলাশয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের আগেই দেশের আদিবাসী সাঁওতালরা নদীমাতৃক বঙ্গভূমির উপর ব্রিটিশদের এ-হেন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে জঙ্গল রক্ষার সংগ্রাম শুরু করেন। দরিদ্র সাঁওতালদের উপর নিপীড়ন চালিয়ে সেই সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেয় ব্রিটিশ পুলিশ। আর তার পর থেকেই দেশের জঙ্গল বিপন্ন হতে শুরু করে। স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক হয়ে দেশভ্রমণ করতে গিয়ে দেশ জুড়ে প্রকৃতির উপর অন্যায় দেখেছেন। তিনি পরিবেশ ও প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য একটি ভাবনা তত্ত্বের মোড়কে উপস্থাপন করেন, যে তত্ত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন বিশিষ্ট স্কটিশ বিজ্ঞানী ও নগর পরিকল্পনার পথিকৃৎ প্যাট্রিক গেডেস। প্রাবন্ধিক বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়ের 'পরিবেশ পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা' শীর্ষক প্রবন্ধে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের একটি উদ্ধৃতি আছে; বিবেকানন্দ বলেছিলেন; হুঁ বলি এই বেলা এ গঙ্গা মা-র শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ওই ঘাসের জায়গায় উঠবে ইটের পাঁজা, আর থাকবে ইটখোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবে পাট বোঝাই নৌকো, আর সেই গাধা বোট, আর ওই তাল-তমাল আর আঁব লিচুর রং, ওই নীল আকাশ, মেঘের বাহার ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর মাঝে মাঝে ভূতের মতো অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছে কলের চিমনি। স্বামীজির এই কথাগুলো নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা বা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাঁর কথা সত্যি হয়ে গঙ্গার ধারে গড়ে উঠেছে অজস্র ইটভাটা, কলকারখানা। বর্তমান সময় আরও খারাপ। পাহাড় কেটে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হচ্ছে। নদ-নদীর বালি অন্যায় ভাবে উত্তোলন করা হচ্ছে। সরকারি জঙ্গল জমিচোরেরা অন্যায় ভাবে চুরি করছে। নদনদীর পার-পাহাড়ের উপর বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে। ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশের যা সর্বনাশ হওয়ার, হচ্ছে। একই সঙ্গে সর্বনাশ হচ্ছে মানুষ এবং জীবজন্তুর। জলপাইগুড়ি জেলার অন্যতম বড় নদী মালের হড়পা বান সেই প্রকৃতি ধ্বংসেরই প্রতিফলন। অতীতে কোনও শাসক দল প্রকৃতি ধ্বংসের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করেনি। সমকালীন সময়ের সরকারও তেমন কোনও ব্যবস্থা করবে বলে আশা জাগে না।

শাশ্বত কথা

মন্দির

মন্দির ও গির্জা, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান- এগুলি কেবল ধর্মের শিশুশিক্ষা মাত্র, যাহাতে প্রবর্তক--প্রাথমিক সাধক শক্ত সবল হইয়া ধর্মের উচ্চতর সোপান অবলম্বন করিতে পারে। তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলক ধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্রবিচিত্র করিয়া চিতাবাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙিয়া যায়,তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক নাই। ধর্ম অনুভব করিলে তবেই কাজ হইবে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

সি ভি রমন

১৮৮৮ *বিশিষ্ট নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী সি ভি রমনের জন্মদিন।*
১৯৫৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কমল হাসানের জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর জন্মদিন।*

সমকামীদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ

স্বপনকুমার মণ্ডল

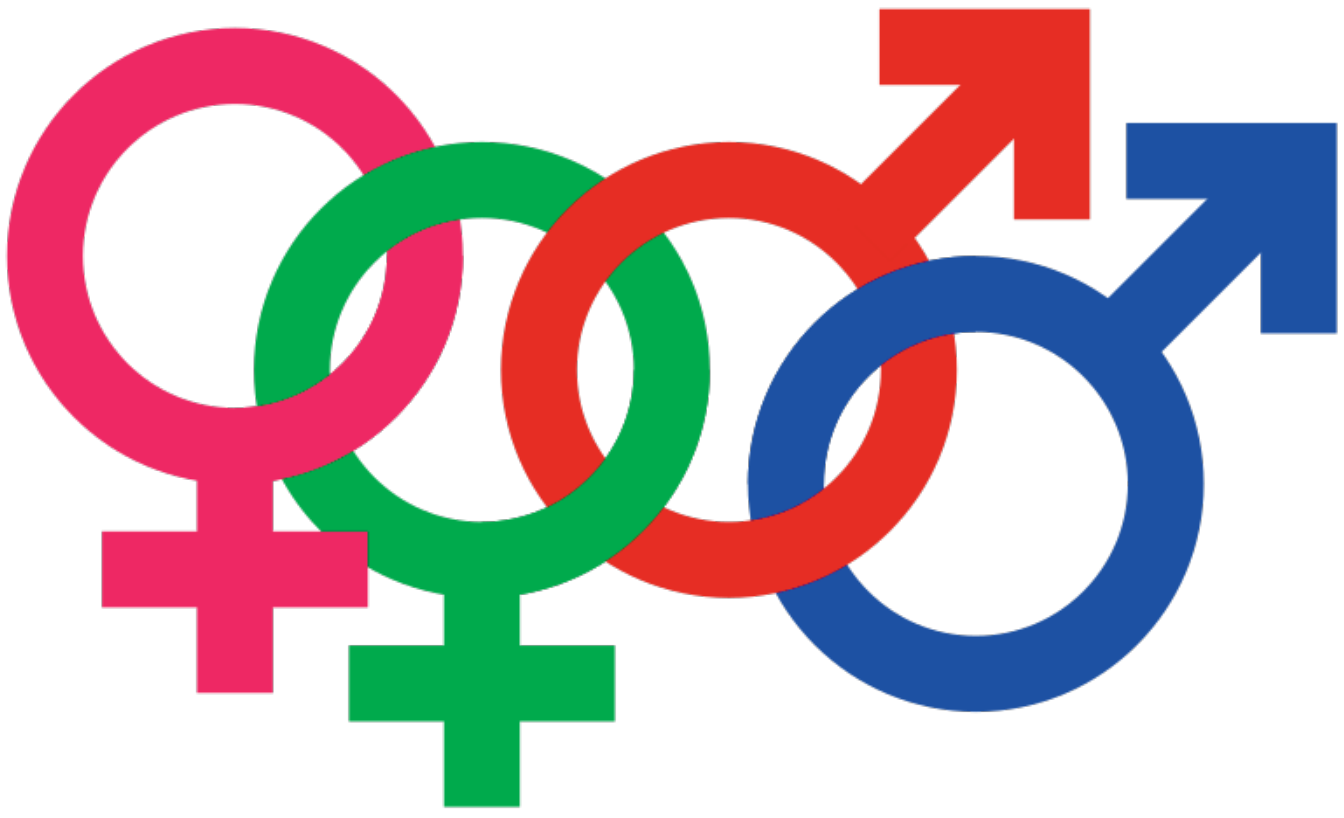

আবার নতুন করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে (১৭ অক্টোবর ২০২৩) সমকামীদের নিয়ে শোরগোল পড়ে গেছে। সেখানে সমকামীদের অস্তিত্ব নিয়েই প্রথমে যে সংকট ছিল, তা ইতিপূর্বে আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি পেয়েছিল। অবশেষে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সমকামীদের প্রেমের অধিকারও লাভ করে। কিন্তু সেই প্রেমের পরিণয় নিয়ে মাননীয় বিচারপতিরা ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি। সেক্ষেত্রে সংসদ বা বিধানসভার উপরেই সমকামীদের বিয়ের অধিকার নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায় ন্যস্ত হয়েছে। আর সেখানেই সমকামীদের বিজয়রথের চাকা শেষে বসে যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই তার মিশ্র প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। আসলে রক্ষণশীল সমাজমানসে সমকামিতাকে কখনওই ভালো চোখে দেখা হয়নি। সে কারণে দেশজুড়ে তা নিয়ে হৈচৈর সূচনা থেকেই অস্বস্তিকর আবহ তৈরি করেছিল । অথচ নিষিদ্ধ ফলের মতো তার আকর্ষণ আরও বেশি কৌতূহলী করে তোলে। সেক্ষেত্রে সমকামীদের স্বীকৃতির সংবাদটি অস্বস্তিকরতার গুণে কালা-র কানে 'সাংবাদিক' শব্দটির 'সাংঘাতিক' হয়ে ওঠার মতো সুধীমহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় ইতি-নেভির দোলাচলে সাধারণ্যে বিসংবাদ মনে হয়েছিল। তার ওপর রঙিন গণমাধ্যমের দৌলতে সচিত্র সংবাদ পরিবেশনের প্রকৌশলে বিষয়টি আরও রহস্যমুখর হয়ে ওঠে। এজন্য সংবাদভাষ্যের সময় বিজয় মিছিলে বিচিত্র মুখোশের আড়ালের মুখের প্রতি তৃতীয় নেত্র আপনাতেই সচকিত হয়ে পড়ে। আসলে এমন সংবাদ সচরাচর মিডিয়ার দৌলতে পরিচিতি লাভ করেনি। আর তাই এরূপ সংবাদ স্বাভাবিকভাবেই আমজনতার কাছে অপ্রত্যাশিত চমক মনে হয়। অথচ বিষয়টি অভিনব হলেও তার আশাটি বহু পুরনো।

মহামান্য দিল্লি উচ্চ ন্যায় জুলাই ২০০৯ ভারতীয় সংবিধানের ৩৭৭ ধারা বাতিল করে দিয়ে জানায়, সমকামিতা অপরাধ নয়।

অথচ যে ধারাটি বাতিল করা হয়েছিল, তা স্বাধীন ভারতে নয়, পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসকেরা ১৮৬১-তে আইনটি বলবৎ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ইউরোপে ১৭৮০ থেকে সমকামিতা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে থাকে। অতি দ্রুত সমকামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত, সে ঘটনাই ভারতে ব্রিটিশদের আইন প্রণয়নে প্ররোচিত করে থাকতে পারে। অথচ ব্রিটিশরা নিজেদের দেশে সেই আইন অনেক আগে বাতিল করলেও ভারতে তা বহাল তবিয়তে বলবৎ রেখেছিল। এই আইনবলে সমকামিতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং তাতে দশ বছর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে। এজন্য এই আইনের বিরুদ্ধে সমকামীরা দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে এসেছেন। শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বেই সমকামিতার বিষয়টি স্পর্শকাতর এবং কোনো ধর্মীয় বিধানেই সমকামিতা সমর্থনপুষ্ট নয়। ফলে উন্নত থেকে উন্নয়নশীল মায় অনুন্নত অসংখ্য দেশেও সমকামীদের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক আইন প্রণীত হয়েছে। সেদিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নেপাল সর্বত্রই সমকামিতা বিরোধী আইন প্রণীত হয়। ২০০৩-এও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দশটি স্টেট-এ সমকামিতাবিরোধী কঠোর আইন বলবৎ হয়েছে। এতে এক থেকে পনেরো বছরের কারাবাসের সংস্থান রয়েছে।

অন্যদিকে নেপাল এ-বিষয়ে ভারতের চেয়ে অনেক এগিয়ে। শুধু তাই নয়, নেপালের সাংসদ সুনীল বাবু পন্ত 'ব্লু ডায়মণ্ড সোসাইটি' নামে একটি সংগঠন গড়ে ২০০২ থেকে 'সমকামী'দের অধিকারের জন্য সেই দেশে প্রথম আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তার ওপর তিনি 'দ্য স্টেটসম্যান'-এর সংবাদ (৪ ডিসেম্বের ২০০৯) অনুযায়ী প্রথম ট্রাভেল এজেন্সি খুলে বিশ্বের সমকামীসহ অন্যদের নেগালে বিয়ে-মধুচন্দ্রিমা এবং আনন্দ উপভোগের জন্য পরিভ্রমণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। যা ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশেও অকল্পনীয়। এমনকি এজন্য সমকামীদের জন্য এভারেস্টে বেসক্যাম্প করে দেওয়ার কথাও জানিয়েছিলেন সুনীলবাবু। যাইহোক, ২০০৭-এ নেপালের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়ে জানায় সমকামীরা 'Natural persons'। শুধু তাই নয়, মহামান্য আদালত নেপাল সরকারকে এজন্য সমকামীদের অধিকার নিশ্চিত করার আদেশ প্রদান করে। সেদিক থেকে ভারতের মহামান্য দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায় সমকামীদের অস্তিত্বকে যেমন সুদৃঢ় করে তোলে, তেমনই তাদের স্বাভাবিক জীবনের পথকে অনেকটাই প্রশস্ত করে দেয়। দুজন কারকের বেঞ্চ জানিয়েছে, 'Consensual Sex among adults is legal which include even gay sex and sex among the same sexes'। কিন্তু

সমকামীদের এই জয় সহজে আসেনি। দিল্লির Naj Foundation-এর করা দীর্ঘ ৯ বছর ধরে চলেছিল। শুধু তাই নয়, স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী, যেমন অমর্ত্য সেন, বিক্রম শেঠ এবং স্বামী অগ্নিবেশ সমকামীদের অপরাধী করে শাস্তিদানের বিরোধিতায় ৩৭৭ ধারাকে বাতিলের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এছাড়া, প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অম্বুমণি রামডশও সমকামীদের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। সেখানে দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায় নিঃসন্দেহে সমকামীদের পক্ষে একটি ঐতিহাসিক রায়। অথচ তারপরেও সেই রায়ের সামাজিক মান্যতা নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। কেননা মহামান্য আদালতের রায় দানের এক সপ্তাহও না যেতে স্বনামখ্যাত যোগগুরু বাবা রামদের সুপ্রিম কোর্টে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে মামলা করেন ৮ জুলাই ২০০৯। শুধু তাই নয়, সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় সমকামিতাকে মান্যতা দেয়নি। রামদের তাঁর মামলায় জানিয়েছেন, 'Homosexuality is a disease that is curable'। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য গত ২০০৯-এর অক্টোবরে সমকামিতার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য স্মরণ করিয়ে জানিয়েছেন, 'Scientific evidence and not religious text as justification'। ফলে সমকামিতাকে নিয়ে মহামানা সর্বোচ্চ আদালতের রায়ও জনমানসে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ ফেলেছে বলে মনে হয় না। বরং বলা যায়, রায়টির মাধ্যমে সমকামীদের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের সামাজিক স্বীকৃতি রক্ষণশীল সমাজমনস্কতায় ও শুচিতাবোধে আজও অন্তরায় হয়ে রয়েছে। সেদিক থেকে দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ের পর দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সেখানে সমপ্রেমীদের স্বীকৃতি দিয়ে যেভাবে সমকামীদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করা হয়েছে, তা যেমন দীর্ঘ রোগমুক্তির নিদান হয়ে উঠেছে, তেমনই সমপ্রেমের বিয়েকে আইনি স্বীকৃতি না দেওয়ায় তা দায় চাপানো বা আরোপের পথ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। ব্যতিক্রমীর স্বীকৃতি জরুরি, সাধারণের অধিকার কাঙ্ক্ষিত হলেও তা বিবেচনাধীন । স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। একজনের স্বেচ্ছাচারিতা অন্যের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে। অন্যদিকে দাবি আর অধিকারও এক নয়। আবার অধিকারও সীমাহীন হয় না। সেখানে যোগ্যতার প্রশ্নটি উঠে আসে, সামাজিক প্রভাব বা স্বাভাবিকতার বিয়য়ও এসে যায়। মহামান্য বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাট স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 'ভ্রমণের অধিকার আছে বলে যেমন চাইলেই রাস্তা নির্মাণ করা যায় না। নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠান তৈরি বা চলতি সামাজিক কাঠামোয় রদবদল করতে হলে নতুন বিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।' সেক্ষেত্রে সমকামীদের মানবিক অধিকার রক্ষা করে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট যেমন নবদিশা দেখিয়েছে,তেমনই বৈবাহিক স্বীকৃতি না দিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক দায়বদ্ধতার পথটিকেই মান্যতা দিয়েছে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

বৈচিত্রময় ভোগ নিবদনে মশাল জ্বেলে শ্যামা বরণ আমতার গাজীপুরে

দীপংকর মান্না

গ্রামীণ হাওড়া আমতার এক নিপাট গ্রাম পশ্চিম গাজীপুর। মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের গ্রাম। কায়স্থ, ব্রাহ্মন, মুখার্জি, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য ছাড়াও রয়েছে মাহিষ্য। আছে কিছু তপশিলি ও উপজাতি। আছে কয়েকঘর মুসলিম।

গাজীপুর বাজার হয়ে ভগ্নপ্রায় জমিদার সিংহ মজুমদার বাড়ির অদূরে পশ্চিম গাজীপুর চক্রবর্তী বাড়ি। বংশ পরম্পরায় এরা সিংহ মজুমদার বাড়ির পুরোহিত। সিংহ মজুমদার বাড়িতে শ্যামা কালীর পুজো না হলেও, তাদের পুরোহিত চক্রবর্তী বাড়িতে গত চার শতাধিক বছর ধরে নিষ্ঠার সাথে সাধনা হয়ে আসছে শ্যামা কালী বরণ। প্রাচীন চক্রবর্তী বাড়ির এই পুজোর মাহাত্ম্যে আশেপাশের চার পাঁচটা গ্রামের শত শত ভক্তবৃন্দ মনোস্কামনা পূরণের আশায় আজও ছুটে আসেন চক্রবর্তী বাড়িতে।

একটা সময়ে চক্রবর্তী বাড়ির এলাকাটি ছিল বনে জঙ্গলে ভরা। গা ছমছম ভাব। বাঁশ-আম-তেঁতুল-খেঁজুড় গাছে কটাশ- খটাশের কর্কশ ডাক।প্রহরে প্রহরে শত শত শেয়ালের হুক্কা হুয়ার চিৎকার।এই নির্জন স্থানটি ছিল ডাকাতের করিডর। শোনা যায় ডাকাতি করে ডাকাতরা ভাগ বটরা করে চলে যেত নারিট, কামারগোড়, সিরোল, সাউড়িয়ার দিকে। জমিদার বাড়ি সহ নিজেদের বাড়ি ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষার জন্য চক্রবর্তী বাড়ির বারো পুরুষ মন্মথ চক্রবর্তী শুরু করেন শ্যামা কালী পুজো। এই বাড়িতে দেবী কালী বাড়ির বড় মেয়ে হিসেবে পুজিত হয়। পুজো হয় প্রাচীন কাঠে পোড়ানো ইঁট গাঁথুনির বাড়ি সংলগ্ন কালী মন্দিরে।

ঘরের বড় মেয়ে এই কালীকে পুজোর আগে সাজানো হয় বেশ পরিপাটি করে। দেবীর আছে সোনা-রুপোর নানা অলংকার। প্রথমে দেবীকে সাজানো হয় সোলার অলংকার দিয়ে। তারপর দেবীকে সাজানো হয় সোনা ও রুপোর নানা অলংকার দিয়ে।চার হাতে পরানো হয় সোনার চারটি নোয়া। জিভ, কানের, নথ, তাগা, ট্যায়রা টিকুলি, পায়ের নূপুর সবই সোনার।মাথায় থাকে রুপোর মুকুট। হাতে ঝোলানো হয় রুপোর চাঁদমালা। দেবীর গোটা শরীর ঢাকা থাকে প্রায় সাড়ে

তিন কেজি ওজনের রুপোর বুকপাটা।

চক্রবর্তী বাড়ির পুজোর রীতি নীতি ও পরম্পরা সম্পূর্ণ আলাদা। নৈবেদ্য থাকে দশ ও বারো কেজি আতপ চাল। সঙ্গে নানা উপকরণ। দেবীর আরতিতে দেওয়া হয় বৈচিত্রময় ভোগ। অন্নভোগে থাকে কুড়ি কেজি চালের ভাত। আড়াই কেজি চাল ও আড়াই কেজি অড়হর ডালের খিচুড়ি ভোগ। থাকে আড়াই কেজি চালের পায়েস ভোগ। ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় শুক্তো, মুগের ডাল, পালং শাক, ফুল ও বাঁধা কপির তরকারি, কুমড়োর তরকারি সহ সাত রকম ভাজা। এছাড়াও ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় পোনা মাছ, চিংড়ি মাছ ও সমস্ত সবজি দিয়ে এক কড়া (বড় কড়া) ঝোল। সঙ্গে লাউয়ের চাটনি। সমস্ত ভক্ত দর্শনার্থীদের খাওয়ানো এই ভোগ।

বাড়ির পুরুষরা ধুতি ও মহিলারা কাপড় পরে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রথমেই মন্দির সংলগ্ন কালী পুকুর থেকে দেবীর ঘট ডুবিয়ে আনা হয়। পরম্পরা মেনে এই সময় জ্বালানো হয় বাতি ও মশাল। যতক্ষণ পুজো ততক্ষণ জ্বলতে থাকে বাতি। পুজোর সব প্রক্রিয়ার শুরুতে জ্বালানো হয় মশাল। আজ যথেষ্ঠ আলোর ব্যবস্থা থাকলেও মশাল জ্বালানো পরম্পরার প্রতীক। কঞ্চিতে কাপড় জড়িয়ে তৈরি করা হয় মশাল। ঘট স্থাপনের পর দেবী বরণ। পরম্পরা মেনে বরণ করেন চক্রবর্তী বাড়ির জৈষ্ঠ্য মহিলা। সংকল্প হয় বাড়ির জৈষ্ঠ্য পুত্রের নামে। রীতি মেনে পুজো করেন চক্রবর্তী বাড়ির পুরোহিত। প্রথম পুজোয় দেওয়া হয় লুচি আর নারকেল নাড়ুর ভোগ। প্রথা মেনে ভোর তিনটের সময় হয় ছাগ বলি। যতক্ষণ বলি প্রক্রিয়া ততক্ষণ জ্বলতে থাকে জলন্ত মশাল।

রীতি মেনে পুজো শুরুর আগে চাল গুঁড়ো দিয়ে তৈরি কুবের, লক্ষী ও নারায়ণ মূর্তির হয় পুজো। পুজোর পর তা রেখে দেওয়া হয় দেবী কালীর কাজেই।

দেবীর বিসর্জনেও জ্বালানো হয় মশাল। যথারীতি বরণ, কনকাঞ্জালি, প্রণাম। যেহেতু দেবী এখানে বাড়ির বড় মেয়ে, তাই চক্রবর্তী বাড়ির কোন মেয়ের বিয়ের সময় দেওয়া হয় না কনকাঞ্জলি। প্রথা আছে বিসর্জনের প্রথম শনি বা মঙ্গল বার হবে চক্রবর্তী বাড়ির শীতলা পুজো।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চঞ্চল বক্সিকে খুন করিয়েছিল বালি মাফিয়া, বিস্ফোরক তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: চঞ্চল বক্সিকে খুন করিয়েছিল বালি মাফিয়া, আর নির্দোষ ব্যক্তিরা জেল খেটেছিল বলে রবিবার বিকেলে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম দু' নম্বর ব্লকের দেবশালা গ্রামে তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন আউশগ্রাম ২নং ব্লকের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি অরূপ মিদ্দা বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন।

দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শ্যামল বক্সির ছেলে তথা যুব তৃণমূল নেতা চঞ্চল বক্সি খুন হওয়া নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন অরূপ মিদ্দা। গত কয়েকবছর আগে দেবশালা গ্রামের তৃণমূল যুব নেতা খুনে গ্রেপ্তার হন প্রাক্তন তৃণমূল নেতা বিশ্বরূপ মণ্ডল সহ শাসকদলের একাধিক নেতা। বিশ্বরূপ মণ্ডল সেই নেতা যিনি সিপিএম নেতাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তৃণমূলের সংগঠন করেন বলে দাবি। সেই বিশ্বরূপ মণ্ডল সহ একাধিক তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার পরে জঙ্গলমহল জুড়ে জল্পনা শুরু হয়ে যায়। এদিন বিজয়া সম্মেলনে প্রকাশ্যে নিজের ভাষণে তিনি বলেন, 'চঞ্চল বক্সি যদি ওপার থেকে দেখেন, তবে তিনি দেখতে পাবেন যে বালি মাফিয়া তাকে খুন করিয়েছিল সুপারি কিলার দিয়ে। তাঁর সঙ্গে যারা তাঁর বাবা বসে থাকেন, তা হলে চঞ্চল বক্সি লজ্জা পাবেন।' অরূপ মিদ্দা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে আগস্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখ তুলে ধরে দাবি করেন, বালি মাফিয়ার ঘরে সুপারি কিলাররা ছিল, এটা সিসিটিভি ফুটেজ দেখলেই বোঝা যাবে। তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সহ সভাপতি অরূপ মিদ্দা বলেন, 'দেবশালায় আবার তৃণমূলের আদি কর্মীরা পায়ের তলায় মাটি ফিরে পাচ্ছেন। দেবশালা অঞ্চলে তৃণমূল আর কোনও বালি মাফিয়া, ঠিকাদার থাকবে না।'

প্রসঙ্গত, বুদবুদ থানার দেবশালা জঙ্গলমহলের রাজনীতি বারবার রক্ত, সংঘর্ষ দেখেছে খুন দেখেছে। তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনে ব্লক তৃণমূল সভাপতি রামকৃষ্ণ ঘোষের উপস্থিতিতে প্রাক্তন ব্লক সহ সভাপতি অরূপ মিদ্দা সরাসরি সরকারের পুলিশের তদন্ত এবং গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর ভাষণে। এদিনের ভাষণে তিনি এক বালি মাফিয়াকেই চঞ্চল বক্সির খুনে দায়ী করে দাবি করেন, নির্দোষরা জেল খেটেছে। প্রাক্তন ব্লক সহ-সভাপতি অরূপ মিদ্দা বিশ্বরূপ মণ্ডলকে নির্দোষ দাবি করে প্রকাশ্যেই দাবি করেন, 'বালি মাফিয়া যাঁর সঙ্গে চঞ্চল বক্সির বাবা ঘুরছেন, সেই খুন করিয়েছেন চঞ্চল বক্সিকে।' এই তৃণমূল নেতা প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন পুলিশের তদন্ত নিয়ে। তাঁর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা। যদিও তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্ব এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

মৃত্যুর পর দেহ নড়ে ওঠার দাবিতে চাঞ্চল্য ভাতারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক যুবকের মৃত্যুর পর মৃতদেহ নড়ে ওঠার দাবিতে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার গ্রামে। যুবক মৃত না জীবিত সেই নিয়ে ধন্দে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা ও এলাকার মানুষ।

খবর চাউর হতেই মৃতের বাড়িতে ভিড় জমান এলাকার মানুষ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোটন সর্দার নামের ওই যুবকের তিনটের সময় বুকে ব্যথা ওঠে। পরিবারের লোকজন তাকে তড়িঘড়ি নিয়ে যায় ভাতার ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। চিকিৎসকরা চিকিৎসা করার পর তাকে ছেড়ে দেন। সকাল দশটার পর তার ইসিজি করার কথা বলা হয়। বাড়ি আনার পথে ভাতার বাজারের কামারপাড়া মোড়ের কাছে পরিবারের লোকজনদের মনে হয় ছোটন সর্দার মারা গিয়েছেন।

তারা ফের ভাতার ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেই সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক ছোটন সর্দারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ছোটন সর্দারের দেহ নিয়ে আসা হয় বাড়িতে। শুরু হয় দেহ সৎকারের প্রস্তুতি। এমন সময় পরিবারের লোকজনরা চিৎকার করে ছোটন সর্দার বেঁচে আছে বলে দাবি করেন। তার মুখে জল দিতেই তিনি নাকি জলপান করেন বলে দাবি করেন পরিবারের লোকজন। ফের তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ভাতার ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিন্তু চিকিৎসকরা পুনরায় মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এরপরই পরিবারের লোকজন চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে ভাতার ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছয় ভাতার থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। তবে এ বিষয়ে ভাতার থানায় কোনও অভিযোগ হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।

ফেরি পরিষেবা বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় যাত্রীরা

বনস্পতি দে

হুগলি: হুগলি জেলার খানাকুলে বন্ধ রয়েছে ফেরি পরিষেবা। হুগলি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের সংযোগকারী ফেরি পরিষেবা বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় পড়েছে শত শত যাত্রী। তিন জেলার মানুষকে এর জেরে সমস্যায় পড়তে হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যাত্রী পারাপার বন্ধ থাকায় ক্ষুব্ধ হাওড়া, হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মুণ্ডেশ্বরী ও রূপনারায়ণ তীরবর্তী এলাকার মানুষজন। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও খানাকুলের বিভিন্ন এলাকায় কাঠের সেতু কাঠেরই রয়েছে। সেই সব কাঠের সেতু খানাকুলের বিধায়কের নির্দেশে বন্ধ আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কাঠের সেতু খোলার দাবিতে ফেরি পরিষেবা বন্ধ রেখেছেন পশ্চিম মেদিনীপুর এলাকার মানুষ। যদিও খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

ফেরি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার দাবি, খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের নির্দেশে দুইপারের সংযোগকারী বাঁশের সাঁকো বন্ধ হয়ে আছে। তাই সাঁকোর দাবিতে ফেরি বন্ধ রেখেছেন পশ্চিম মেদিনীপুর এলাকার মানুষ। এ বিষয়ে যাত্রীরা বলেন, 'ফেরি সার্ভিস বন্ধ রয়েছে। খুব সমস্যায় পড়েছি। এখানে এসে বসে আছি। ও পারে যাওয়ার কোনও উপায় পাচ্ছি না।'

খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'খানাকুল বিধানসভায় যে সমস্ত ফেরিঘাট আছে, সেগুলিতে অবৈধভাবে টাকা নেওয়া হয়। ইচ্ছামতো ভাড়া নেওয়া হয়। কোনও নিয়ম মানা হয় না। আমরা পঞ্চায়েত সমিতিতে জেতার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেহেতু এই ঘাটগুলি কোনও বিধি-নিষেধ মানেনি, তাই এদের ক্ষেত্রে পুনরায় নতুন ভাবে ডাক করা হবে। সেই মতো আমরা ডাকের জন্য তোড়জোড় শুরু করেছি। যে সকল অবৈধভাবে বাঁশের সেতুগুলো বানানো হয়েছে, সেই সকল বাঁশের সেতুগুলো বানাতে বারণ করেছি। তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু দালাল আছে তৎকালীন পঞ্চায়েত সমিতিতে কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করেছে।'

৩০১ বছর ধরে বড়মা রূপেই পূজিত মা কালী

সোমনাথ মুখার্জী

পাণ্ডবেশ্বর: আজ থেকে আনুমানিক ৩০১ বছর আগে বামাচরণ চ্যাটার্জি নামে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার কুমারডিহি গ্রামে মা কালীর প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকেই এই বড়মা রূপেই পূজিত হয়ে আসছেন। তান্ত্রিক মতে নিশি পুজো হয় এখানে। বলিদান প্রথা রয়েছে, হয় ছাগ বলি।

জনশ্রুতি আছে, আজ থেকে প্রায় ১৪১ বছর আগে বড়মা রূপী কালীর বাড়ি (কলস ভর্তি জল) আনা হয় গঙ্গা থেকে। কুমারডিহি গ্রামের চ্যাটার্জি পরিবারের সদস্য দেবজিৎ চ্যাটার্জি, লোকজিৎ চ্যাটার্জি ও বিজন চ্যাটার্জিরা জানান, অলৌকিক ভাবে সেই ১৪১ বছর আগের ঘটভর্তি জল আজও মায়ের কাছে অমলিন। ঘটের জল একদিনের জন্যও শেষ হয় না। তবে এমনটাও শোনা যায় ঘটের জল একটু কমলেই পরিবারের নেমে আসে অশনি সংকেত। চ্যাটার্জি পরিবারে কোনও দুর্ঘটনার আগামবার্তা মায়ের, এমনটাই বিশ্বাস

চ্যাটার্জি পরিবারের এবং সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য হোম যজ্ঞ। আর তাতেই মায়ের আশীর্বাদে দুর্যোগ কাটে পরিবার তথা গ্রামের। কুমারডিহি গ্রামের চ্যাটার্জি পরিবারের বড় মায়ের পুজোয় দূর দূরান্ত থেকে পরিবারের সকলেই এই পুজোর ক'দিন হাজির হন গ্রামে। একসঙ্গে পরিবারের সকলের খাওয়া দাওয়া আনন্দ উৎসব চলে।

বিডিওকে হুঁশিয়ারি বনগাঁ জেলার বিজেপি সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: আপনার চাকরি করা দুঃসাধ্য হয়ে যাবে, বিডিওকে হুঁশিয়ারি বনগাঁ জেলা বিজেপির সভাপতির। পাল্টা আক্রমণ তৃণমূলের। বিগত দিনে বিজেপির পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা সঠিক ভাবে মাল পাননি, এমনই অভিযোগ তুলে বনগাঁর নতুন বিডিওকে হুঁশিয়ারি দিলেন জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর বিডিও অফিসে রেশন দুর্নীতি সহ একাধিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ডেপুটেশন কর্মসূচি ছিল বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির। ডেপুটেশন মঞ্চ থেকে বনগাঁর নতুন বিডিও-র উদ্দেশ্যে দেবদাস মণ্ডল বলেন, বিগত দিনে বিজেপির সদস্যরা সঠিক ভাবে পরিষেবা পায়নি। আপনি নতুন এসেছেন সঠিক ভাবে কাজ করুন। বিমাতৃসুলভ কাজ হলে এখানে আপনার চাকরি করা দুঃসাধ্যকর হয়ে যাবে। এই বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সহ সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, ওরা পাগলের প্রলাপ করছে। ২০১১ সালের পর থেকে পশ্চিমবাংলায় প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধ বিচার করা হয় না।

হাইকোর্টের নির্দেশে উচ্ছেদ অভিযান, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়দিঘি: হাইকোর্টের নির্দেশে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘিতে উচ্ছেদ করা হল বেশ কয়েকটি দোকান। সোমবার দুপুরে রায়দিঘি ব্রিজ সংলগ্ন মোট ৫টি দোকান জেসিবি গাড়ি দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের জায়গা দখল করে দোকান চালানো হচ্ছিল হলে অভিযোগ। এরমধ্যে একটি জেরক্স দোকান, ওষুধ দোকান, প্লাস্টিক দোকান ও একটি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য শৌচাগার রয়েছে। হাইকোর্ট থেকে নির্দেশিকা আসার পর ও দোকানগুলো খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল স্থানীয় প্রশাসন। এরপর দুপুরে মথরাপুর দু'নম্বর ব্লকের বিডিও নাজির হোসেন এবং রায়দিঘি থানার আইসি অমিয় কুমার ঘোষের উপস্থিতিতে দোকানগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

তবে উচ্ছেদ করা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছেন রায়দিঘি ব্যবসায়ী সমিতি। সংগঠনটির সম্পাদক তপন হালদার বলেন, 'সত্যি এই দোকানদাররা অসহায় হয়ে পড়েছে। তাদেরকে সরকারি ভাবে সাহায্য করার আবেদন জানাচ্ছি।' দোকান হারিয়ে কার্যত দিশেহারা স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। নন্দগোপাল নিয়োগী নামে এক ব্যবসায়ী বলেন, 'আমাদেরকে দোকান ফাঁকা করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

সিঙ্গুরে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী ও প্রবীণ কর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান এবং দলীয় নির্দেশে ১০০ দিনের বকেয়া টাকা ও আবাস যোজনার টাকা দ্রুত দেওয়ার দাবিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডা. করবী মান্না সহ নেতৃত্ববৃন্দ। এই প্রসঙ্গে সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'আমরা ১০০ জন প্রবীণ মানুষকে সংবর্ধনা জানালাম। কেন্দ্রীয় সরকার অনেকবার বলা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের টাকা দিচ্ছে না ১০০ দিনের কাজের টাকা আবাস যোজনার টাকা এছাড়া আরও অনেক প্রকল্পের টাকা তারা কিছুতেই দিচ্ছে না। ২০২১ থেকে ২০২৩ বকেয়া টাকা না দেওয়ায় অনেক কাজ বন্ধ হয়ে আছে এবং রাজ্য সরকার অনেক কষ্ট করে প্রকল্পের টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে সাধারণ মানুষকে এবং প্রকল্প করছে অনেক কষ্ট করে। আগামী সাধারণ নির্বাচনে সাধারণ মানুষ যাতে এই কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনরায় না নিয়ে আসে সে কথাই আমরা বলব।'

শীত পরতেই দেখা মিলল রয়াল বেঙ্গল টাইগারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুন্দরবন: শীত পরতে না পরতেই সুন্দরবনে বাঘের দর্শন। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের বন বিভাগের অধীন চুলকাঠি জঙ্গলে রোদ পোহাতে দেখা যায় রয়াল বেঙ্গল টাইগারকে। সেই দৃশ্যই ক্যামেরাবন্দি করেম বনসহায়ক অরূপ কয়াল। জানা গিয়েছে, জঙ্গলের মধ্যে মিষ্টি জলের পুকুরের ধারে বসেছিল বাঘটি। সেই সময় ওয়াচ টাওয়ার থেকে সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করা হয়।

জেলার বিভাগীয় বনাধিকারিক মিলনকান্তি মণ্ডল বলেন, 'আগের বছর শীতের আগে থেকে বহুবার বাঘ দেখা গিয়েছিল। এবার চুলকাঠি জঙ্গলেও বাঘের রোদ পোহানোর দৃশ্য ক্যামেরায় বন্দি করেছেন এক বনসহায়ক।'

মহিলাদের গর্ভগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ খানাকুলের ভট্টাচার্য বাড়ির কালী মন্দিরে

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

হুগলি জেলার খানাকুলের ভট্টাচার্য বাড়ির ঐতিহ্যবাহি কালীপুজোকে ঘিরে রয়েছে নানা জনশ্রুতি ও ইতিহাস। আর কয়েকদিন পরেই কালীপুজো। ৫০২ বছর ধরে রীতিমেনে পুজোপাঠ হয়ে আসছে খানাকুলের ভট্টাচার্য বাড়ির দক্ষিণা কালীর। কথিত আছে, ৫০২ বছর আগে খানাকুলের রাধাবল্লভপুরে সন্ধ্যাবেলা একটি মেয়ে কালী মন্দিরে সন্ধ্যা দেখাতে এসে অদৃশ্য হয়ে যায়। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করেও মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অবশেষে মন্দিরে এসে গ্রামের একজন প্রথম দেখেন মা কালীর মুখ থেকে লাল কাপড়ের টুকরো ঝুলছে। তখন গোটা গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে মন্দিরে যাওয়া

বন্ধ করে দেয়। পরে গ্রামের প্রবীণ পুরোহিত ঠাকুর মায়ের মন্দিরে গিয়ে বুঝতে পারেন। সন্ধ্যা দেখাতে এসে মেয়েটি মন্দিরে অনিয়ম করার জন্য মা কালী তাকে ভক্ষণ করে। এরপর গ্রামের মানুষ ও মায়ের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতারা সিদ্ধান্ত নেয় এই মাকে বনে রেখে আসা হবে। মন্দিরের পাশে বিশাল কচুবনে মাকে ফেলে আসা হয়। তার কিছুদিন পর খানাকুলের কৃষ্ণ নগরের তপোসী কনাদ স্বপ্না দেশ পান। তিনি মা কালীকে উদ্ধার করে দক্ষিণা কালী রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে রীতি মেনে পুজো শুরু হয়। এই বিষয়ে ভট্টাচার্য বাড়ির এক সদস্য দীপক ভট্টাচার্য বলেন, এটি রাধাবল্লভপুরে প্রথম জমিদার বংশের লোকেরা পুজো করতেন। তবে বংশপরম্পরায় জানা গেছে, ওই জমিদার বংশের একটি মেয়ে মন্দির থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর মা কালীকে কচু বনে ফেলে দেওয়ায় হয়। আমাদের বংশের তপশ্রী কনাদ মা কালীকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে আবার পুজো শুরু করেন। বর্তমানে মায়ের তিন জায়গায় পুজো হয়। কৃষ্ণনগর, সেকেন্দারপুর ও বসন্তপুরে মা কালীর আরাধনা হয়। পঞ্চমুণ্ডের আসনে বসে মা কালীর পুজো পাঠ হয় এবং সারা বছর পঞ্চমুণ্ডের বেদী আসন গঙ্গার জলে ভিজে থাকে। তাই বংশধরেরা মনে করে এই মায়ের আসনের সঙ্গে মা গঙ্গার যোগাযোগ রয়েছে। অপরদিকে বংশধর সৌরভ ভট্টাচার্য বলেন, পুজোকে ঘিরে নানা স্মিথ রয়েছে। পুজোর সমস্ত কাজ পুরুষরাই করে থাকে। মহিলাদের গর্ভগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সবমিলিয়ে মায়ের পুজোয় যাতে কোনও খুঁত না থাকে সেই বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখেন ভট্টাচার্য পরিবার। আর বৈদিক রীতি মেনে সমস্ত নিয়ম মেনে নিষ্ঠাভরে মা কালীর পুজোর প্রস্তুতি চলছে খানাকুলের ভট্টাচার্য বাড়িতে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ১১জি, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইস্যুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	সত্য ব্রত ভাদানি	০০১৭৯৯২	৩৫১৫	৬৪৯২৫০১-৬৫০১২৫০	৮,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ০৭ নভেম্বর, ২০২৩

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
সোনামুখী ব্রাঞ্চ
রথতলা, সোনামুখী
পো. এবং থানা - রথতলা, জেলা - বাঁকুড়া
প.ব., পিন - ৭২২ ২০৭

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **৩১.০৭.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী গোপীনাথ ব্যানার্জি (মেসার্স গোপীনাথ ব্যানার্জি- স্বত্বাধিকারী)** পিতা প্রয়াত রাখাল কৃষ্ণ ব্যানার্জি, ঠিকানা : সারদাপল্লী, ওয়ার্ড নং ২, পো. সোনামুখী, থানা - সোনামুখী, জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ২০৭ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৮,৯৭,৪৪৪.০০ টাকা** (আট লাখ সাতানব্বই হাজার চারশো চুয়াল্লিশ টাকা) এবং চুক্তি মোতাবেক হারে ৩১.০৭.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২০২৩ সালের ০৪.১১.২০২৩ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) **৮,৯৭,৪৪৪.০০ টাকা** (আট লাখ সাতানব্বই হাজার চারশো চুয়াল্লিশ টাকা) পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
"ঋণগ্রহীতার জন্য জানানো হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : বাঁকুড়া জেলায়,থানা- সোনামুখী,মহকুমা বিষ্ণুপুর,অতিরিক্ত জেলা সাব -রেজিস্ট্রি অফিস- সোনামুখী, মৌজা- সোনামুখী, জেএল নং ৮৫, সোনামুখী পুরসভা অধীন, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি , আর এস, এলআর খতিয়ান নং ৭৬০৬,আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ২৬৭১,পরিমাণ ৮৭৬ বর্গফুট এবং জমি এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত ইত্যাদি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : বিজয় খান্দার এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : গোপাল চ্যাটার্জির সম্পত্তি, পূর্বে : ৫ ফুট সড়ক এবং এ ব্যানার্জির ভবন, পশ্চিমে : রাজু খান্ডার জমি সমন্বিত।
তারিখ : ০৪.১১.২০২৩/স্থান : সোনামুখী **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড
CIN: L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস : ১৭, রয় স্ট্রিট,
একতলা, কলকাতা-৭০০ ০২০
দূরভাষ নং ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭
ই-মেল: neelachalkolkata@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.neelachal.co.in

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা আপনাদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা ১৩ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ সোমবার বেলা ১১:০০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ১৭, রয় স্ট্রিট, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০২০ -তে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ -এ সমাপ্ত দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের কোম্পানির স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করা হবে।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
তেজস দোশী
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৬ নভেম্বর, ২০২৩

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস সরণি
কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৪৮/০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৩৯

পরিশিষ্ট IV
[রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭**-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করতে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে। জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	সম্পত্তির বর্ণনা
শ্রী প্রণব ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) এবং **শ্রীমতি পামেলা ঘোষ** (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১. ২৯.০৮.২০২৩ ২. ০৩.১১.২০২৩ ৩. **১,৪৯,০৭৩.০০ টাকা** (এক লাখ উনপঞ্চাশ হাজার তিয়াত্তর টাকা) ০৯.০৫.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১০, ৪র্থ তলে, উত্তর-পশ্চিম দিকে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৩৮ বর্গফুট কমবেশি, এক বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক টয়লেট, এক লবি অবস্থিত বাস্তু জমি পরিমাণ ৫ কাঠা ৩ ছটাক ৭ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন প্রেমিসেস নং ৩, প্রাণতোষ ঘোষ স্ট্রিট,কলকাতা -৭০০০৫৬, কামারহাটি পুরসভা অধীন,মৌজা- বেলঘড়িয়া, জেএল নং ৩ আরএস নং ১৭ জমিদার খতিয়ান নং ৩, আরএস খতিয়ান নং ৫১৭ (নতুন ৭০৯) ওয়ার্ড নং ১৯, অন্যান্য সুবিধা এবং সমুদয় পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী আশুতোষ নন্দীর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** প্রাণতোষ ঘোষ স্ট্রিট, **পশ্চিমে :** শ্রী নিশা মজুমদারের ভবন সমন্বিত।
শ্রী অরুণ কুমার শর্মা (ঋণগ্রহীতা) এবং **শ্রী ছাউথমল শর্মা** (সহ ঋণগ্রহীতা)	১. ২৯.০৮.২০২৩ ২. ০৩.১১.২০২৩ ৩. **৯,১৯,২৫৪.০০ টাকা** (নয় লাখ উনিশ হাজার দুশো চুয়ান্ন টাকা) ০৯.০৪.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫ম তলে ওঁ ভিলা ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৩/১/৬, মোহনলাল বাহারওয়ালা রোড, ওয়ার্ড নং ৭, বালি পুরসভা অধীন, থানা- বালি, জেলা-হাওড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর দিকে পরিমাণ ৯৫০ বর্গফুট কমবেশি ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন রুম, ২ বাথ রুম তথা প্রিভি, ১ ব্যালকনি উক্ত ফ্ল্যাটে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত হোল্ডিং নং ১৩/১/৬ মোহনলাল বাহালওয়ালা রোড ওয়ার্ড নং ৭ বালি পুরসভা অধীন, পরিমাণ ৫ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৩ বর্গ ফুট কমবেশি (সংযুক্ত দুই হোল্ডিং প্রেমিসেস নং ১৩/১/৮, মোহনলাল বাহালওয়ালা রোড পো- এবং থানা- বালি, জেলা হাওড়া, পরিমাণ ৩ কাঠা ১৫ ছটাক ৩ বর্গফুট কমবেশি এবং নির্মাণ প্রেমিসেস নং ১৩/১/৬ মোহনলাল বাহলওয়ালা রোড, পো এবং থানা- বালি,জেলা-হাওড়া, এরিয়া পরিমাণ ২ কাঠা এবং ৩ বর্গ ফুট কমবেশি তদস্থিত নির্মাণ) আরএস দাগ নং ১৭১৯১(অংশ) খতিয়ান নং ৩৩৫৯,আরএস নং ১৭৬৭,জেএল নং ১৪, মৌজা- বালি, পিন- ৭১১২০২ ওয়ার্ড নং ৭, বালি পুরসভা অধীন, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সাধারণের চলার পথ,**দক্ষিণে :** সাধারণের চলার পথ, **পূর্বে :** মোহনলাল বাহালওয়াল রোড, **পশ্চিমে:** ঊষা দাশগুপ্তার সম্পত্তি সমন্বিত।
শ্রী দীপায়ন সরকার (ঋণগ্রহীতা)	১. ০১.০৯.২০২৩ ২. ০৩.১১.২০২৩ ৩. **১৮,০০,৭৪৮.০০ টাকা** (আঠারো লাখ সাতশো আটচল্লিশ টাকা) ০৯.০৪.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থতলে দক্ষিণ পূর্ব কোনে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫২ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জি-৩ ভবনের যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত, প্রেমিসেস নং ১৩৫, টেকনিক্যাল এরিয়া পোস্ট অফিস দক্ষিণেশ্বর, থানা- বেলঘড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৭৬। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ কাঠা ৯ ছটাক ২৭ বর্গ ফুট কমবেশি দাগ নং ৯৫২ (অংশ), ৯৫৩ (অংশ), এলওপি নং ২ আরএস নং ১, মৌজা- দক্ষিণেশ্বর, জেএল নং ০৪তৌজি নং -৬৩, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৮, ২২২, পূর্বতন প্রেমিসেস নং প্রেমিসেস নং ১৩৫, টেকনিক্যাল এরিয়া পোস্ট অফিস : দক্ষিণেশ্বর, থানা- বেলঘড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৭৬, পুর হোল্ডিং নং ৩৬৬, ওয়ার্ড নং ১২, কামারহাটি পুরসভা অধীন, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে:** এলওপি নং ১, **দক্ষিণে :** এলওপি নং ৩, **পূর্বে :** টেকনিক্যাল এরিয়া পুর সড়ক, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর জমি সমন্বিত।
শ্রী টংপাং ইয়াদেন (ঋণগ্রহীতা) এবং **শ্রীমতি লিমা সেনলা** (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১. ১৮.০৫.২০২৩ ২. ০৪.১১.২০২৩ ৩. **৪৬,১১,৫৩৭.৬৫ টাকা** (ছেচল্লিশ লাখ এগারো হাজার পাঁচশো সাঁয়ত্রিশ টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা) ০৯.০৯.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৫বি, অবস্থিত পঞ্চম তলে (দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিকে/ সামনের অংশে) জি-৪ ভবনে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০০ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং যাবতীয় পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ২ ছটাক তদস্থিত জি-৪ তলা ইটের তৈরি পাকা ভবন (লিফট সুবিধা সহ) অবস্থিত মৌজা- কৃষ্ণপুর , জেএল নং ১৭, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮/২২৯, সিএস দাগ নং ৬৩৬৭, সিএস খতিয়ান নং ৫১৯, আরএস দাগ নং ৪৫৪৫, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৬, থানা- রাজারহাট বর্তমানে পূর্ব বিধাননগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন, নয়াপট্টি রোড (কৃষ্ণপুর), ওয়ার্ড নং ১৪, পিন-৭০০১০২, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** আরএস দাগ নং ৪৫৪০ এবং ৪৫৪১ এবং চকমন্দির জমি, **দক্ষিণে :** ১৪ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে :** প্লট নং এ এবং এ/১ জমি, **পশ্চিমে :** প্লট নং সি জমি সমন্বিত।
শ্রী অনিমেষ দাস (ঋণগ্রহীতা)	১. ১৬.০৫.২০২৩ ২. ০৪.১১.২০২৩ ৩. **৪৪,৩১,৮৭৫ টাকা** (চুয়াল্লিশ লাখ একত্রিশ হাজার আটশো পঁচাত্তর টাকা) ০৯.০১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৪র্থ তল উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে/পিছনের অংশে জি-৪ (সম্পূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট) ভবনের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৩৫০ বর্গ ফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং যাবতীয় পরিষেবার ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ২ ছটাক অবস্থিত মৌজা- কৃষ্ণপুর, জেএল নং ১৭, আরএস ১৮০, তৌজি নং ২২৮/২২৯, সিএস দাগ নং ৬৩৬৭, আরএস দাগ নং ৪৫৪৫, সিএস খতিয়ান নং ৫১৯, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৬, থানা-রাজারহাট, বর্তমানে পূর্ব বিধাননগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১৪ বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন, নয়াপট্টি রোডের দিকে (কৃষ্ণপুর) ওয়ার্ড নং ১৪, পিন- ৭০০১০২ , আরএস দাগ নং ৪৫৪০ এবং ৪৫৪১ এবং চকমন্দির, **দক্ষিণে :** ১৪ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে :** প্লট নং এ এবং এ/১, **পশ্চিমে:** প্লট নং সি জমি সমন্বিত।
শ্রী পিনাক ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)	১. ১৮.০৭.২০২৩ ২. ০৪.১১.২০২৩ ৩. **১৬,৭৩,৮১৩.৬৭ টাকা** (ষোলো লাখ তিয়াত্তর হাজার আটশো তেরো টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা) ০৯.০৪.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১০ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা- কৃষ্ণপুর, জেএল নং ১৭, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ২৮৮/২২৯, দাগ নং ৩৬৭৭, আরএস দাগ নং ৭৪৬, সিএস খতিয়ান নং ৩১৬, আরএস খতিয়ান নং ৩৩০, বাগুইআটি থানার অধীন, প্রেমিসেস নং বিজি ৫০, কৃষ্ণপুর হানাপাড়া, কলকাতা - ৭০০১০২ হোল্ডিং নং এএস/২২১/বিএল-কে/১৩-১৪ (নতুন), এএস/১১০/২৪৯১/বিএল-কে/০৯-১০(পুরানো) এবং ওয়ার্ড নং ৩২ রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন, বসবাসের মোজাইক মেঝে সহ ফ্ল্যাটনং ৫, তৃতীয় তলে, সামনের অংশে , পরিমাণ এ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৩০ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এবং এক ব্যালকনি বহুতল ভবনে জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, **নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** সিএস নং ৩৬৬০ জমি, **পূর্বে :** সিএস দাগ নং ৩৬৬৭ জমির অংশ, **পশ্চিমে :** সিএস দাগ নং ৩৬৭৫ জমির অংশ সমন্বিত।

তারিখ : ০৭.১১.২০২৩, স্থান - কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**

রাইসমিলার ও ডিলারা রেশন দুর্নীতিতে যুক্ত, অভিযোগ বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এবার রেশন দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক বিমান ঘোষ রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে রেশন দুর্নীতি নিয়ে প্রেসমিট করেন। আরামবাগের রাইসমিল, ধান কেনার কেন্দ্রগুলির সঙ্গে বাকিবুর যোগ সহ দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন তিনি। বিমানবাবুর দাবি, আরামবাগের বেশ কয়েকটি রাইসমিলার, রেশন ডিলার ও ধান ক্রয় কেন্দ্রগুলি সরাসরি রেশন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এবং বাকিবুর রহমানের সঙ্গে যুক্ত। এদের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় ও ইডি তদন্ত হওয়া উচিত বলে দাবি তাঁর। তিনি রেশন দুর্নীতির প্রতিবাদে আইনি লড়াই করার পাশাপাশি রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার কথাও জানান। তিনি প্রেস

মিটে বলেন, ভালো চালকে গায়েব করে নিম্নমানের চাল সরবরাহ করে টাকা লুঠ করত যে সব রাইসমিল, সেগুলি হল - আরামবাগের মদিনা রাইসমিল, মিসবা রাইসমিল, এসপি কুণ্ডু অ্যান্ড ব্র্যাদাস রাইস মিল, মহামায়া রাইসমিল কাপশীট, পুরশুড়ার এসিডিসি সাধুনখাঁ রাইসমিল, খানাকুলের কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি। এই মাধ্যমে বাকিবুর কাছে ভালো চাল ও টাকা যেত বলে দাবি করেন তিনি। রেশন দুর্নীতি নিয়ে বিজেপি ইডির কাছেও অভিযোগ করবে বলে জানান। অপরদিকে আরামবাগের হরিণখোলা ব্রিজ তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় কেসিসি নামে এক কোম্পানির উপর। সেই ব্রিজ নিয়েও দুর্নীতি করা হয় বলে দাবি করেন বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। তিনি প্রেসমিটে বলেন, রাজ্য সরকারের একটি টিম ওই ব্রিজের তদন্ত করে। তাদের ব্রিজের বেহাল পরিস্থিতির কথা বলা হয়। ব্রিজের যে বিয়ারিং লাগানো আছে তা উল্টো দিকে লাগানো আছে। এই রিপোর্ট নিয়ে আমি হাইকোর্টে কেসিসির বিরুদ্ধে মামলা করব। কয়েক হাজার মানুষ এই ব্রিজ দিয়ে চলাচল করবে। সবমিলিয়ে রেশন দুর্নীতির সঙ্গে আরামবাগের বেশ কয়েকজন রাঘব বোয়াল যুক্ত হওয়া নিয়ে সরব হন বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ।

প্রকাশ্যেই ডাম্পার বোঝাই করে বেআইনিভাবে জমির ভরাটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে পুরাতন মালদা সাহাপুর এবং মুচিয়া এলাকার রাজ্য সড়কের ধারের বিভিন্ন জমিতে মাটি ভরাটের অভিযোগ উঠেছে। মাটি মাফিয়ারা রীতিমতো প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই প্রকাশ্যেই ডাম্পার বোঝাই করেই বেআইনিভাবে জমির ভরাট করছে বলে অভিযোগ। এমনকী, সাংবাদিকদের সামনেও বেপরোয়া মাটি মাফিয়ারা প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। হিম্মত থাকলে কাজ বন্ধ করে দেখানোর হুমকিও পর্যন্ত দিচ্ছেন সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিস্কো মোড় এলাকার মাটি মাফিয়ার দলবল। প্রতিদিনই বেআইনিভাবে মাটি ভরাটের কারণে কয়েক লক্ষ টাকা রাজস্ব মার খাচ্ছে রাজ্য সরকারের। বিষয়টি জানতে পেরে পুরাতন মালদার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর একটি তদারকি টিমও ওই এলাকায় পাঠিয়েছে। পুরাতন মালদা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক সুব্রত চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কোনওরকম ভাবেই মাটি ফেলার বা ভরাটের কাজ কেউ করতে পারে না। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে টিম পাঠানো হয়েছে। কোথাও কোনো বেআইনি ভরাটের অভিযোগ থাকলে অবশ্যই তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা ব্লকের মুচিয়া পঞ্চায়েতের মহামায়া মন্দির থেকে সামান্য এগিয়েই ডুমুরতলা

এলাকায় রাজ্য সড়কের ধারেই বেপরোয়াভাবে ডাম্পার বোঝায় মাটি ফেলার কাজ চলছে। কোথাও আমবাগানে, আবার কোথাও গর্ত জমিতেই প্রতিদিন সকাল হতেই অসংখ্য ডাম্পারে করে মাটি ভরাটের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন মাফিয়ারা বলে অভিযোগ। এর ফলে যেমন ধীরে ধীরে আম বাগান কমে যাচ্ছে তার সঙ্গেও নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। এলাকার মানুষও মাটি মাফিয়াদের হুমকির জেরে প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছেন না। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার ইংরেজবাজার শহরের গোলাপট্টি এলাকার জৈনক ব্যবসায়ী সাহাপুরের মাটি মাফিয়াদের সাহায্যে মুচিয়ার ডুমুরতলা এলাকার এই জমি ভরাটের কাজ চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও জনৈক ওই ব্যবসায়ীর বক্তব্য, বাগান বদলে বাণিজ্যিকভাবে গোডাউন হবে। তাই এখানে মাটি ভরাটের কাজ করা হচ্ছে। এই কাজ কোনওরকম বেআইনি নয়। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এক ডাম্পার মাটি ফেলার ক্ষেত্রে রয়ালিটি অন্তত কুড়ি হাজার টাকা কাটতে হয়। কিন্তু এই এলাকায় প্রতিদিনই অসংখ্য ডম্পারে মাটি বোঝায় করে জমি ভরাট করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব মার খাচ্ছে রাজ্য সরকারের।

পুরাতন মালদার বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা জানিয়েছেন, সাহাপুর এবং মুচিয়া এলাকার রাজ্য সড়কের আশেপাশে জমিগুলিতে এখন মাটি মাফিয়াদের রাজত্ব চলছে। যেখানে সেখানে জমি ভরাট করে করা হচ্ছে। প্রশাসন নিশ্চুপ রয়েছে এবং পুলিশের একাংশকে হাত করেই এই কাজ করা হচ্ছে। এব্যাপারে জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানানো হবে।

পুরাতন মালদার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক সুব্রত চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, বেআইনি মাটি ভরাটের অভিযোগের ভিত্তিতে সমস্ত এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে সাহাপুর ও মুচিয়া এলাকার যেসব জায়গায় বেআইনি মাটি ভরাটের অভিযোগ সেই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। প্রয়োজনে জমির মালিকদের বিরুদ্ধে নোটিশ পাঠিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রস্তুতি শুরু গঙ্গাসাগর মেলার, বাড়ানো হচ্ছে অ্যান্টি ফগ লাইটের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগর: গত সাগরমেলায় কুয়াশার জেরে দিকভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল পুণ্যার্থীদের ভেসেল। ২০ থেকে ২২ ঘণ্টা পর খোঁজ মিলেছিল পুণ্যার্থী ভেসেলের। গতবছরের ঘটনার জেরে এবারের ২০২৪ সালের সাগরমেলায় মুড়িগঙ্গা নদীতে অ্যান্টি ফগ লাইটের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এই লাইটগুলি জেটি ও নদীর মাঝের টাওয়ারে লাগানো থাকবে। এই লাইটের দৃশ্যমানতাও বেশি। এছাড়া ভেসেল চালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সোমবার দুপুরে গঙ্গাসাগর মেলা অফিসে সাগরমেলা-২৪ এর প্রথম প্রস্তুতি বৈঠক থেকে বিস্তারিত আলোচনা হয় সব বিভাগকে নিয়ে। জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ মেলায় পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত সব দপ্তরের আধিকারিকারিকরা এই বৈঠক উপস্থিত ছিলেন। জেলাশাসক মুড়িগঙ্গা নদীর ড্রেজিংয়ের কাজ ঘুরে দেখার পাশাপাশি মেলা মাঠের ভাঙন এলাকা ঘুরে দেখেন। এবারের মেলায় ২ ও ৩ নম্বর ঘাটে স্নানে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। তারজন্য নতুন স্নানঘাট তৈরি করা হবে এক নম্বর ঘাটের পাশে। এছাড়া এবার কলকাতার বাবুঘাট থেকে সাগরমেলা পর্যন্ত বাসের সংখ্যা বাড়ানো হবে। কলকাতা থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত বাফার জোনের সংখ্যা বাড়ানো হবে। সুষ্ঠুভাবে মেলা পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিকাঠামো বৃদ্ধি করতে

একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবার। এছাড়া মুড়িগঙ্গা নদীর ড্রেজিং শুরু হওয়ায় মেলার সময় ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা মুড়িগঙ্গা নদীতে যাত্রী পারাপার করানো যাবে বলে মত জেলা প্রশাসনের। এই বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, 'ইতিমধ্যেই মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের বৈঠকও শেষ হয়েছে। অন্য বছরগুলির মতোই এবারের মেলাতেও সব ধরনের ব্যবস্থাপনা নিয়ে রাখা হবে।'

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন নির্মল মাঝি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: সোমবার আমতা দলীয় কার্যালয় সাংবাদিক সম্মেলনে ডাক্তার মাজি সাংবাদিকদের সঙ্গে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শাসক দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন। এবং বলেন কেন্দ্র সরকার আবাস যোজনার টাকা যেমন আটকে দিয়েছে তেমনই ১০০ দিনের টাকাও আটকে দিয়ে এ রাজ্যের গরিব মানুষকে পেটে মারতে চাইছে। কিন্তু দিল্লিতে গিয়েও যখন কোনও কাজ হয়নি, তখন দিল্লির ভরসায় না থেকে জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের অর্থ দান করবেন এবং তা ১০০ দিনের কাজে শ্রমিকদের দেওয়া হবে । এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিমল দাস, আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শুভজিৎ সাহা প্রমুখ।

বঞ্চনা ও অসংযত ব্যবহারের অভিযোগের প্রতিবাদে ১০২ অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের ধর্মঘট

সমস্যায় জেলার প্রসূতিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিয়ম অনুযায়ী ছুটি না দেওয়া, বাড়তি কাজের চাপ, অ্যাম্বুল্যান্সগুলির মেরামতের কাজ না করা এবং এসবের প্রতিবাদ জানাতে গেলেই অন্যায় ভাবে চালক ও অ্যাটেন্ডেন্টদের প্রতি কর্তৃপক্ষের অসংযত আচরণ ও অন্যায় ভাবে বদলির অভিযোগের প্রতিবাদে এবার বাঁকুড়া জেলাজুড়ে ১০২ অ্যাম্বুল্যান্স প্রকল্পের একাধিক পরিষেবা বন্ধ করে দিলেন চালকরা। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ বাদ দিলে বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ হাসপাতালে নিযুক্ত ১০২ প্রকল্পের অ্যাম্বুল্যান্সের পরিষেবা গতকাল থেকে স্থগিত রেখে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন ওই প্রকল্পের অ্যাম্বুল্যান্স চালক ও অ্যাটেনডেন্টরা। এর ফলে জেলার প্রসূতি মা ও একবছর পর্যন্ত বয়সের অসুস্থ শিশুদের বিনা খরচে বাড়ি থেকে হাসপাতাল ও হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রবল সমস্যা তৈরি হয়েছে।

আজ থেকে ৬ বছর আগে সারা রাজ্যের পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলাতেও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে ১০২ অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু হয়। একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে এই পরিষেবা চালু হয় বাঁকুড়া জেলায়। জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে রোগী পরিষেবার জন্য মোতায়েন করা হয় ৬০টি অ্যাম্বুল্যান্স। এই অ্যাম্বুল্যান্সগুলি মূলত প্রসূতি মা ও একবছর বয়স পর্যন্ত অসুস্থ শিশুদের বাড়ি থেকে হাসপাতাল, হাসপাতাল থেকে উন্নত হাসপাতালে এবং সুস্থ হওয়ার পর হাসপাতাল থেকে বাড়িতে বিনা খরচে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে।

অ্যাম্বুল্যান্সের চালক ও অ্যাটেনডেন্টদের দাবি, কমসংখ্যক কর্মী দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সগুলি চালানো হচ্ছে। বাড়তি কাজের চাপ দেওয়ার পাশাপাশি নিয়ম অনুযায়ী চালক ও অ্যাটেনডেন্টদের ছুটি দেওয়া হচ্ছে

না। অ্যাম্বুল্যান্সগুলিতে সময়মতো প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজ করা হয় না। ফলে রোগী নিয়ে যাতায়াতের পথে যে কোনও সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। এসবের প্রতিবাদ জানাতে গেলেই কর্তৃপক্ষের তরফে মিলছে গালিগালাজ। অযথা বদলি করে দেওয়া হচ্ছে দূরবর্তী জেলাগুলিতে। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে গতকাল থেকে ধর্মঘট শুরু করেছেন বাঁকুড়ার ১০২ প্রকল্পের অ্যাম্বুল্যান্স চালক ও অ্যাটেনডেন্টরা।

ধর্মঘটীদের দাবি, হাসপাতাল থেকে উন্নত হাসপাতালে রেফারের ক্ষেত্রে পরিসেবা চালু রাখলেও রোগীর বাড়ি থেকে হাসপাতাল ও ছুটির পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কাজ আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত এই ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ধর্মঘটীরা।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা : **শ্রী সুমিত কুমার বোস এবং শ্রীমতি রাখী কুন্ডু** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবন্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত/দায়বদ্ধ জামিনদত্ত সম্পদের ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রী সুমিত কুমার বোস** পিতা সুনীল কুমার বোস **শ্রীমতি রাখী কুন্ডু** স্বামী শ্রী সুমিত কুমার বোস **ঠিকানা : ১)** ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ব্লক-২, কেশব ধাম কমপ্লেক্স, ৮০ লালা বাবু শায়র রোড, বেলুর, হাওড়া-৭১১২০২ ২) ১১/৩/বি ধর্মতলা রোড, বেলুর মঠ, হাওড়া - ৭১১২০২ **শ্রী সুমিত কুমার বোস (টেকনিশিয়ান গ্রেড - ৩)** পিতা সুনীল কুমার বোস দি ইস্টার্ন রেলওয়েজ, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন, গোপাল নাথ, দুর্গাপুর, বর্ধমান - ৭১৩১০১ **শ্রী রাখী কুন্ডু (হেল্পার ১)** স্বামী শ্রী সুমিত কুমার বোস দি ইস্টার্ন রেলওয়েজ, এসসিডব্লিউ/এইচডব্লিউএইচ-কোচিং, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া - ৭১১১০১ **লোন এ/সি নং : এইচবিএল : ৩১২৫৬৯৮৬৭৬০ এইচবিএল ইক্যুইটি : ৩৪৩৭৫১২২৯৬৩ এইচবিএল টপ আপ : ৩৬১৬৬৮১৯২০৮**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থ তলে, উত্তর-পূর্ব-কোনে 'কেশব ধাম কমপ্লেক্স' ভবনের ব্লক -২, ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ হল এবং ১ ব্যালকনি সমন্বিত এরিয়া পরিমাণ ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবাদির ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, বালি পুরসভা অধীন প্রেমিসেস নং ৮০, লালা বাবু শায়র রোড, পো-বেলুড় মঠ, থানা-বালি, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১২০২,ওয়ার্ড নং ১২, সম্পত্তি শ্রী সুমিত কুমার বোস এবং শ্রীমতি রাখী কুন্ডুর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৩৭৪৭ -২০১০ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১২০৫ থেকে ১২৪৩, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস-এডিএসআর হাওড়া।	২৬.১০.২০২৩	০৯.১১.২০২১	**১৯,০৩,৮৮০.০০ টাকা (উনিশ লাখ তিন হাজার আটশো আশি টাকা) টাকা ২৬.১০.২০২৩ অনুযায়ী।** আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
[দ্রষ্টব্য : ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে আমরা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত পূর্বের সকল নোটিশ বাতিল এবং/বা প্রত্যাহার করছি।]

তারিখ : ০৭.১১.২০২৩
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব/প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **২৪.১১.২০২৩** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৪.১১.২০২৩

সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স টর্ন ভিডিওটিক্স প্রা লি, প্রয়াত শেফালি গুহ-জামিনদাতার আইনি উত্তরাধিকারী : ১) শ্রী অভিজিৎ গুহ, ২) শ্রীমতি গৌতমী ধর, ৩) শ্রীমতি গোপা দত্ত রায়, ৪) শ্রীমতি রূপা ঘোষ, শ্রীমতি সর্বাণী গুহ, ৫) শ্রীমতি সর্বাণী ঘোষাল, ৬) বিশ্বজিৎ গুহ** পিতা প্রয়াত এ আর গুহ, **৭) কেতন মৈত্র** পিতা প্রয়াত বি মৈত্র। **সম্পত্তি নং : ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ১ বেড রুম, ১ বাথ রুম প্রিভি সহ, ১ ড্রইং রুম, ১ কিচেন এবং ১ বারান্দা ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫ম তলে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির ১/১৩ অংশের অংশীদার মাকারারি বাস্তু জমি এবং নির্মাণ পরিমাণ ৭ কাঠা ৩ ছটাক ১৮ বর্গফুট কমবেশি কলকাতা পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ৭৪/ডি/১, রহিম ওস্তাগর রোড, থানা-লেক, কলকাতা -৭০০০৪৫, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সুপার বিল্ড আপ এরিয়া ৫০০ বর্গফুট কমবেশি এবং জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত। উক্ত ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : রেলওয়ে লাইন, দক্ষিণে : পোদ্দাদের জমি এবং সাধারণ চলার পথ যা রহিম ওস্তাগর রোড পর্যন্ত বিস্তৃত, পূর্বে : ৯ ফুট চওড়া চলার পথ, পশ্চিমে : বসাক এর জমি সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রীমতি সর্বাণী গুহ এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং : ১-০১১৫০-২০০৬ সালের। (স্বত্ব দখলীকৃত)** **সম্পত্তি নং : ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ২ বেড রুম, ১ বাথ রুম ১ প্রিভি সহ, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন এবং ১ বারান্দা ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তলে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির ১/১৩ অংশের অংশীদার মাকারারি বাস্তু জমি এবং নির্মাণ পরিমাণ ৭ কাঠা ৩ ছটাক ১৮ বর্গফুট কমবেশি কলকাতা পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ৭৪/ডি/১, রহিম ওস্তাগর রোড, থানা-লেক, কলকাতা -৭০০০৪৫, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সুপার বিল্ড আপ এরিয়া ৭৮৫ বর্গফুট কমবেশি এবং কার পার্কিং স্পেস একতলায় জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। **উক্ত ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : রেলওয়ে লাইন, দক্ষিণে : পোদ্দাদের জমি এবং সাধারণ চলার পথ যা রহিম ওস্তাগর রোড পর্যন্ত বিস্তৃত, পূর্বে : ৯ ফুট চওড়া চলার পথ, পশ্চিমে : বসাক এর জমি সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রীমতি সর্বাণী গুহ এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং : ১-০১১৫১-২০০৬ সালের। (স্বত্ব দখলীকৃত)** **সম্পত্তি নং : ৩ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৮৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উত্তর-পূর্ব পশ্চিম দিকে এক তলায়, চার তলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ৩ কাঠা ১ ১/২ ছটাক, চারতলা ভবন প্রেমিসেস নং ৯/১৬এ, গোবিন্দপুর রোড, (ডাক ঠিকানা ১৬ দাস নগর কলোনি), থানা- লেক, কলকাতা-৭০০০৪৫, ওয়ার্ড নং ৯৩, কলকাতা পৌর সংস্থা, ই পি নং: ১৬, এস পি নং : ৪২, মৌজা- গোবিন্দপুর, সিএস প্লট নং : ১১৯ (অংশ) এবং ১২৭ (অংশ), জেএল নং ৩৮, এডিএসআর: আলিপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **উক্ত ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : ইপি নং ১৭, দক্ষিণে- কলোনি রোড, পূর্বে : কলোনি রোড, পশ্চিমে : ই পি নং ১৪ সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রীমতি সর্বাণী ঘোষাল এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং : ১-০১৬৩৬-২০১০ সালের (স্বত্ব দখলীকৃত)** **সম্পত্তি নং : ৪ :** সম্পত্তির সকল অংশ একটি ফ্ল্যাট নং ৫ পরিমাণ আনুমানিক ৫৯৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দক্ষিণ দিকে ৩য় তল, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত সমুদয় ফিটিংস এবং ফিক্সচার সমুদয় ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস নং ২৪৫, পঞ্চাননতলা রোড, জেলা -হাওড়া, থানা- শিবপুর, এসআরও হাওড়া। **উক্ত ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : পঞ্চাননতলা রোড, দক্ষিণে: হোল্ডিং নং ১২৪ এবং ১২৫, সদর বক্সি লেন, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ এবং ২৪৬, ২৪৭ পঞ্চাননতলা রোড, পশ্চিমে : ২৪৪ পঞ্চাননতলা রোড সমন্বিত। **উক্ত সম্পত্তি শ্রীমতি শেফালি গুহ এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ২৩৭৯ -১৯৯২ সালের (দখলের ধরন : প্রতীকী)।**	**সম্পত্তি নং : ০১** ক) ১৩,৬৩,০০০.০০ টাকা খ) ১,৩৬,৩০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং : ০২** ক) ২৫,৬৩,০০০.০০ টাকা খ) ২,৫৬,৩০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং : ০৩** ক) ২৪,১০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪১,০০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং : ০৪** ক) ১৫,৯২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৯,২০০.০০ টাকা	**৯,৭৪,৬৬,৭৩৯.৪৫ টাকা** (নয় কোটি চুয়াত্তর লাখ ছেষট্টি হাজার সাতশো উনচল্লিশ টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) টাকা ৩১.০৮.২০২০ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ। আপনি আরও চুক্তির হার অনুযায়ী উক্ত পরিমাণের উপর সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায়দানে দায়বদ্ধ। **যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১১২৫৫**	**ক. নেই** **খ. সম্পত্তি নং ১, ২ এবং ৩ স্বত্ব দখলীকৃত এবং সম্পত্তি নং ৪ প্রতীকী দখলীকৃত**

ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)
পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৭.১১.২০২৩

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ০৭.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ১৪.১২.২০২৩ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী হেলাল শেখ,** পিতা প্রয়াত পাঁচকড়ি শেখ, গ্রাম - ধনীগ্রাম, পো-নোনাডাঙ্গা, থানা-খরগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২৪১ **২) জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী বেলাল শেখ,** পিতা প্রয়াত পাঁচকড়ি শেখ, গ্রাম - ধনীগ্রাম, পো-নোনাডাঙ্গা, থানা-খরগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২৪১ **৩) জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা: শ্রী দুলল শেখ,** পিতা প্রয়াত পাঁচকড়ি শেখ, গ্রাম - ধনীগ্রাম, পো-নোনাডাঙ্গা, থানা-খরগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২৪১ **খ) পাঁচগ্রাম শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং নির্মাণ মৌজা- ধনীগ্রাম, জেএল নং ১১, এলআর খতিয়ান নং ১১৮৪, এলআর প্লট নং ১১৫৪, ১১৫৫, ১১৫৭, এবং ১১৫৫/০১, এরিয়া জমির ৩.২০ ডেসিমেল অবস্থিত ধনীগ্রাম, পো- নোনাডাঙ্গা, থানা- খরগ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৪, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি- ভিটা, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ৬৫৫১ তারিখ : ২৯.০৮.১৯৮৯ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-খরগ্রাম, **সম্পত্তি দুলাল শেখ, বেলাল শেখ, এবং হেলাল শেখ সকলেই প্রয়াত পাঁককড়ি শেখের পুত্র এর নামে, সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : এস প্রামাণিকের সম্পত্তি, দক্ষিণে: মোড়াম রোড, পূর্বে : জালাল শেখের ভবন, পশ্চিমে : দুলাল শেখ এর জমি সমন্বিত।	**২০,৬২,০৪৫.৭৮ টাকা** (কুড়ি লাখ বাষট্টি হাজার পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং আটাত্তর পয়সা) টাকা (বিবি+এমওআই = ১৪,৬৪,২৫১.৬৬ টাকা + **৫,৯৭, ৭৯৪.১২** টাকা) **০৫.১১.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**ক) ৮.৫০ লাখ টাকা (*)** (আট লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) **খ) ০.৮৫ লাখ টাকা** (পঁচাশি হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) টাকা **ঘ) IDIB30007430251** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
২.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স স্ট্রাকচার ব্রিক ফ্যাক্টরি স্বত্বা : কামাল হাসান** গ্রাম - নিধিয়া, পো- উজিরপুর, থানা- নলহাটি, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১২৩৭ **২) স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : কামাল হাসান** পিতা কাবেজ শেখ, গ্রাম - নিধিয়া, পো- উজিরপুর, থানা- নলহাটি, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১২৩৭ **খ) পাঁচগ্রাম শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং নির্মাণ **শ্রী কামাল হাসানের** নামে, মৌজা- আশুরিয়া, জেএল নং ১৩২, এলআর খতিয়ান নং ২১৮৩, এলআর প্লট নং ১৫৩৬, জমির এরিয়া ২০ ডেসিমেল, গ্রাম -নিধিয়া, পো- উজিরপুর, থানা-নলহাটি, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১২৩৭, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি- বাস্তু, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১৬৪৭ তারিখ : ১৪.০২.২০১৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-নলহাটি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কাবেজ শেখের জমি, দক্ষিণে : ভেলু শেখের জমি, পূর্বে : বলদেবের জমি, পশ্চিমে : রাজ্য হাইওয়ে সমন্বিত।	**৫৩,০৬,৬৯৭.৫৩ টাকা** (তিপান্ন লাখ ছয় হাজার ছশো সাতানব্বই টাকা এবং তিপান্ন পয়সা) টাকা (বিবি+এমওআই = ৪০,৪৬,১১৪.০৭ টাকা + **১২,৬০, ৫৮৩.৪৬** টাকা) **০৫.১১.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**ক) ৫১.৯২ লাখ টাকা (*)** (একান্ন লাখ বিরানব্বই হাজার টাকা) **খ) ৫.২০ লাখ টাকা** (পাঁচ লাখ কুড়ি হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) টাকা **ঘ) IDIB30401703017** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১৪.১২.২০২৩; সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৭.১১.২০২৩
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের আবহে

কেদারনাথে রাহুল, ভান্ডারায় পরিবেশন করলেন খাবার

দেরাদুন, ৬ নভেম্বর: চলতি মাসেই পাঁচ রাজ্যের ভোট। তার আগে ফের একবার নরম হিন্দুত্বের তাস রাহুল গান্ধির। ভোটপর্ব শুরুর আগেই কেদারনাথ দর্শনে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। শুধু দেবদর্শন নয়, কেদারনাথ মন্দিরের বাইরে অপেক্ষমান ভক্তদের মধ্যে চা বিলি করলেন তিনি। রাহুলকে কাছে পেয়ে আপ্লুত দর্শনার্থীরাও। বলেই ফেললেন, আপনাকে তো টিভিতে দেখি। এই প্রথমবার কাছ থেকে দেখলাম। একটি সেলফি তুলব? হাসি মুখে সেই আবদারও মেটালেন কংগ্রেস সাংসদ।

আজ থেকে শুরু পাঁচ রাজ্য-মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, তেলঙ্গানা এবং মিজোরামে বিধানসভা নির্বাচনের পর্ব। তার আগে রবিবার তিনদিনের সফরে দেবভূমি উত্তরাখণ্ড সফরে গিয়েছেন রাহুল গান্ধি। গিয়েছেন জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারনাথ দর্শনে। সেখানে পুজোও দিয়েছেন তিনি। আর 'ভিআইপি' রাহুল গান্ধির প্রার্থনা চলাকালীন স্বাভাবিকভাবেই মন্দিরের বাইরে অপেক্ষা করতে হয় আম ভক্তদের। মন্দির থেকে বেরিয়ে তাঁদের হাতে গরম-গরম চা তুলে দেন রাহুল। 'ভাণ্ডারা'য় খাবার পরিবেশন করতে দেখা যায় তাঁকে।

উল্লেখ্য, দেশের ৫ রাজ্যে যখন ভোটের পারদ চড়ছে ঠিক সেই সময় রাহুলের তীর্থযাত্রা ঘিরে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অনেকে। সমালোচকরা বলছেন, এটা নতুন কিছু নয়। এর আগেও একাধিকবার ভোটের মরশুমে যেখানে নির্বাচন নেই সেই সমস্ত রাজ্য সফর করেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। আবার বিদেশ সফরেও গিয়েছেন। তবে রাহুলের কেদারনাথ দর্শনের নেপথ্যে কংগ্রেসের হিন্দুত্বের তাসের অঙ্ক দেখছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

মিজোরাম বাদে চার রাজ্যে নরম হিন্দুত্বের লাইন নিয়েছে কংগ্রেস। ভোটপ্রচারে মন্দির সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। সেই নরম হিন্দুত্বের মুখ হিসেবেই ভোটের মাঝে কেদারনাথ দর্শনে গেলেন রাহুল।

দিল্লিতে ফের ভূমিকম্প, কম্পনের মাত্রা ৫.৬

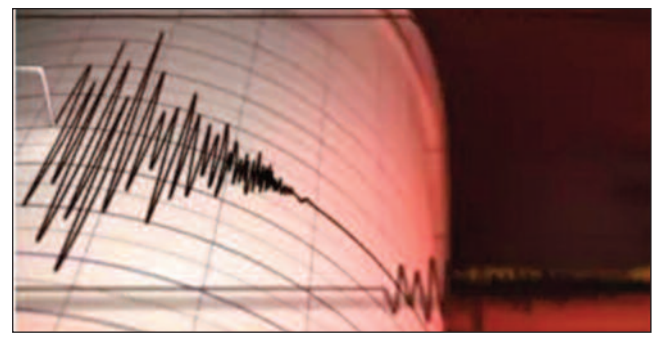

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর: ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রাজধানীতে ফের ভূমিকম্প। সোমবার বিকেলে রাজধানী-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে কম্পন অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৬। বিকেল ৪টে ১৬ মিনিটে ভূমিকম্প হয়। এই নিয়ে গত তিন দিনে দ্বিতীয় বার কাঁপল রাজধানী। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, এদিন বিকেলের ভূমিকম্পের উৎসস্থলও ছিল নেপাল। মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে কম্পন হয়। ভূমিকম্প বিধ্বস্ত নেপালে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।

উল্লেখ্য, এর আগে শনিবার রাতেও দিল্লিতে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। রিখটার স্কেলে সেই কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৪। কম্পনের উৎসস্থল সে বারও ছিল নেপাল। মূল কম্পনের পর ১৫৯ বার ভূমিকম্প পরবর্তী কম্পন বা আফটারশকে কেঁপেছিল নেপাল। দিল্লি ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, বিহার-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে কম্পন অনুভূত হয়েছিল। নেপালে সেই ভূমিকম্পের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মারা গিয়েছেন দেড়শোর বেশি মানুষ। শনিবারের পর নেপালে রবিবারও মৃদু কম্পন হয়। তার পর সোমবার আবার কম্পন অনুভূত হল নেপালে।

ইজরায়েল সফরে মার্কিন বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন

গাজা, ৬ নভেম্বর: উত্তর এবং দক্ষিণ, লম্বালম্বি ভাগ হয়ে গিয়েছে ইজরায়েল-প্যালেস্টাইনের মধ্যে বহু বিতর্কিত গাজা ভূখণ্ড! এভাবেই সোমবার গাজার একাংশ দখলের দাবি জানিয়েছেন ইজরায়েল সেনাবাহিনীর প্রধান ড্যানিয়েল হাগারি। উত্তর গাজার ইতিমধ্যেই বোমাবর্ষণ শুরু হয়েছে। আর ২ দিনের মধ্যেই গাজায় ঢুকে পড়বে গোটা সেনাবাহিনী, এমনই দাবি তাঁর। হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে জানিয়েছেন ড্যানিয়েল হাগারি।

এদিকে, আচমকাই ইজরায়েল সফরে গেলেন মার্কিন বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। এর আগে তিনি প্যালেস্টাইন গিয়ে সেখানকার প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে

গাজা দখলের দাবি ইজরায়েলি সেনাপ্রধানের

কথা বলেন। ব্লিঙ্কেনের কাছে ইজরায়েলের হামলা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন আব্বাস। ইজরায়েলি প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও কথা বলেছেন মার্কিম বিদেশসচিব। কিন্তু যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনও ইতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি বলেই সূত্রের খবর।

ইজরায়েল-প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ একমাস হতে চলল। একদিনে মৃত্যু ১০ হাজার ছুঁইছুঁই। হামাস জঙ্গিরাও প্রচুর মানুষকে পণবন্দি করে রেখেছে। এই অবস্থায় ইজরায়েলের তরফে আক্রমণের তীব্রতা বেড়েছে। জানা গিয়েছে, রবিবার সেন্ট্রাল গাজার শরণার্থী শিবিরে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলের দুটি যুদ্ধবিমান। তাতে অন্তত ৫৩ জন মানুষের মৃত্যুর খবর মিলেছে। শয়ে শয়ে মানুষ একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য এদিক-ওদিক এর পরই গাজাকে দ্বিধাবিভক্ত বলে দাবি করেছে ইজরায়েলি সেনা। ভূখণ্ডের সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

মহুয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে বৃহস্পতিবার বসছে এথিক্স কমিটি

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর: ফের একবার বৈঠকে বসছে লোকসভার এথিক্স কমিটি। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তাতে কী পদক্ষেপ করা হবে, তা নিয়েই আলোচনা হওয়ার কথা বৈঠকে। তবে এবার আর নিজের অবস্থান স্পষ্ট করার আর কোনও সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না মহুয়াকে। কমিটির সদস্যরা বৈঠকে বসে খসড়া রিপোর্ট দেবেন অর্থাৎ পরবর্তী কী পদক্ষেপ করা হবে মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে, তার ইঙ্গিত মিলতে পারে। প্রাথমিকভাবে মঙ্গলবার সেই এথিক্স কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, তবে তা স্থগিত হয়ে গিয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ৯ নভেম্বর হবে সেই বৈঠক।

গত সপ্তাহে এথিক্স কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকলেও মাঝপথেই মেজাজ হারিয়ে বেরিয়ে যান সাংসদ। এথিক্স কমিটির প্রশ্ন নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। দাবি করেন, অনর্থক ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা হয়েছে তাঁকে। এই ইস্যুতে সম্প্রতি এক্স মাধ্যমে ফের একবার মুখ খুলেছেন মহুয়া। সাংসদের আশঙ্কা, তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলাও করতে পারে বিজেপি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আদানি ও কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী আক্রমণ জারি রেখেছেন মহুয়া।

এক্স মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'জানতে পারছি, বিজেপি আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করার পরিকল্পনা করেছে। তবে আমি বলতে চাই, আমার কতগুলি জুতো আছে, তা জানার আগে আদানির বিরুদ্ধে এফআইআর করা উচিত সিবিআই ও ইডি-র।' এছাড়া এথিক্স কমিটির চেয়ারম্যান তাঁকে কী ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন, তার পুরো তথ্য তাঁর কাছে আছে বলেও দাবি করেছেন মহুয়া। তাঁর দাবি, তাঁকে অপ্রীতিকর প্রশ্ন করেছেন কমিটির সদস্যরা।

আদানি সম্পর্কে লোকসভায় প্রশ্ন করার জন্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানির কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মহুয়ার বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, সংসদীয় ইমেইল আইডি এবং পাসওয়ার্ড হিরানন্দানির সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

ফিলিপিন্সে স্টুডিওয় ঢুকে গুলি করে রেডিও সঞ্চালককে খুন

ম্যানিলা, ৬ নভেম্বর: হাড়হিম করা হত্যাকাণ্ড ফিলিপিন্সে। স্টুডিওয় ঢুকে গুলি করে রেডিও সঞ্চালককে খুন আততায়ীর! জুয়ান জুমালন নামে এক সাংবাদিক-সঞ্চালক মিন্দানাও এলাকায় নিজেই একটি রেডিও চ্যানেল চালাতেন। তা ভালো চলছিলও। কিন্তু আচমকা রবিবার তাঁর বাড়ির সেই স্টুডিওয় ঢুকে পর পর গুলিতে ৫৭ বছরের জুয়ানের দেহ ঝাঁজরা করে দেয় এক আততায়ী। খুন করে বেরনোর আগে জুয়ানের গলা থেকে সোনার চেনও খুলে নিয়ে যায় বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ নিয়ে গত এক বছরে ফিলিপিন্সে চারজন সাংবাদিক খুন হলেন। বলা হচ্ছে, সাংবাদিকদের জন্য ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে এই দ্বীপরাষ্ট্র। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, রবিবার স্টুডিওয় কাজ করার সময়ে ঢুকতে চায় আততায়ী। জুয়ান তার কারণ জানতে চাইলে বলা হয়, রেডিও চ্যানেলের মাধ্যমে সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘোষণা করতে চায়। তা শুনে জুয়ানও স্টুডিওর দরজা খুলে দেন। সেখানে ঢুকেই জুয়ানের মাথা লক্ষ্য করে পর পর গুলি চালাতে থাকে সেই ব্যক্তি। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন জুয়ান। সেখান থেকে চম্পট দেয় আততায়ী। তার আগে জুয়ানের গলার সোনার চেনটি খুলে নিয়ে পালায়।

জানা গিয়েছে, নিহত সাংবাদিক জুয়ান সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর আলোচনামূলক অনুষ্ঠান করে থাকেন। 'ডিজে জনি ওয়াকার' নামে তিনি সঞ্চালনা করেন। অযথা কাউকে আক্রমণ করা একেবারেই তাঁর অনুষ্ঠানের বিষয় নয়, এমনিই জানিয়েছেন সরকারের সংবাদমাধ্যম সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের প্রধান। তবু প্রাথমিক অনুমান, কাজ সংক্রান্ত কোনও ঝামেলার কারণেই আততায়ীর টার্গেট হয়েছেন জুয়ান। আর তাই হত্যা।

সাংবাদিক-সঞ্চালক জুয়ান জুমালনের এভাবে খুন হওয়ার খবর জানতে পেরে তীব্র নিন্দা করেছেন ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস। তাঁর মন্তব্য, দ্রুত আততায়ীকে ধরে বিচার শুরু হোক। এই গণতান্ত্রিক দেশে সাংবাদিকদের উপর এই হামলা একেবারে বরদাস্ত করা হবে না। যারা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় এভাবে হস্তক্ষেপ করবে, তারা চরম পরিণতির জন্য তৈরি থাকুন।

মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন মহিলা জওয়ানরাও

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর: অফিসারদের মতোই মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন মহিলা জওয়ানরাও। শিশুর যত্ন এবং দত্তক নেওয়াতেও মিলবে ছুটি। এই প্রস্তাবে সবুজ সংকেত দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

মনে করা হচ্ছে, এই নতুন নিয়মের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীতে সমস্ত পদের মহিলা কর্মীদের মধ্যে

সবুজ সংকেত দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী

সমতা আসবে। পাশাপাশি এই সুবিধাগুলো অফিসারদের সঙ্গে জওয়ানদের সমতা তৈরি করবে। ছুটির নিয়মের সম্প্রসারণ সামরিক বাহিনীতে কর্মরত মহিলাদের জন্য প্রাসঙ্গিক পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলো মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে এবং তাঁদের কাজের মানসিকতার উন্নতিতে প্রভাব ফেলবে বলে। এই বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে এক টুইটবার্তায় বলা হয়েছে, 'সশস্ত্র বাহিনীতে স্থলসেনা, নৌসেনা এবং বায়ুসেনা কর্মীদের জন্য মাতৃত্ব, শিশুর যত্ন এবং দত্তক নেওয়ার নিয়মগুলোকে অফিসারদের সমতুল্য ভাবে বাড়ানোর একটি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। নিয়ম জারি করার সঙ্গে সঙ্গে, সামরিক বাহিনীতে সমস্ত মহিলাদের জন্য এই ধরনের ছুটি মঞ্জুরি, তা একজন অফিসার বা অন্য যে কোনও পদের হোক না কেন, সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে আরও বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্তটি সশস্ত্র বাহিনীতে সকল পদের সব মহিলাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনবে। এটি সামরিক বাহিনীতে মহিলাদের কাজের অবস্থার উন্নতি ঘটাবে এবং তাঁদের পেশাদার ও পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে আরও ভালোভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

কার্গিলে শাখা খুলল বন্ধন ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্ধন ব্যাংক লাদাখের কার্গিলে একটি নতুন শাখা উদ্বোধন করলো। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এর পূর্বে বন্ধন ব্যাংক অগস্ট মাসে লাদাখের লেহ-তে শাখা খুলেছে। কার্গিলে এই নতুন শাখা শুরুর সাথে, এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ব্যাংকের উপস্থিতি আরও বেড়েছে। বন্ধন ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তপক্ষ এবং অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে শাখাটির উদ্বোধন করেন এলএএইচডিসি, কার্গিল-এর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর শ্রী কাচো মোহাম্মদ ফিরোজ। ব্যাংকের কার্গিল শাখাটি লেহ অঞ্চলের ফাতিমা চকে অবস্থিত।

২০১৬ সালে, বন্ধন ব্যাংক জম্মুতে তার শাখা খুলেছিল, যা পূর্ববর্তী জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অংশ। তাই উপস্থিতি আরও বাড়ানোর জন্য এবং এই অঞ্চলে আরও লোকেদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য, ব্যাংক এই বছরের শুরুতে শ্রীনগরে একটি শাখা খুলেছে।

বন্ধন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা, এমডি এবং সিইও শ্রী চন্দ্রশেখর ঘোষ বলেন, 'ভারতীয়দের হৃদয়ে কার্গিলের জন্য একটি অনন্য স্থান রয়েছে। আমরা এখানে আমাদের উপস্থিতি প্রসার করতে পেরে এবং কার্গিলের বাসিন্দাদের সেবা করার সুযোগ পেয়ে গর্বিত। সারা দেশজুড়েই ব্যাংকের শাখা সম্প্রসারণ চলছে এবং কার্গিলের এই শাখাটি বন্ধন ব্যাংকের কাছে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাখা।'

আগামী বছরের মার্চে রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ফের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে পুতিন!

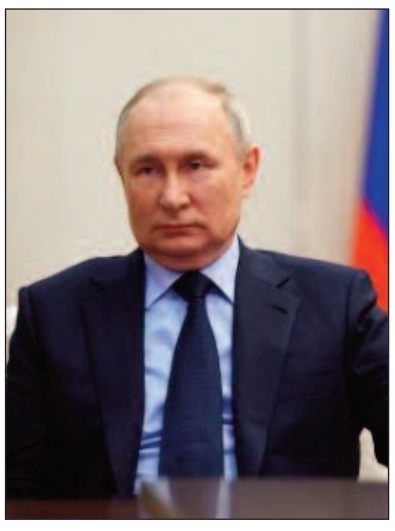

মস্কো, ৬ নভেম্বর: বছর দুয়েক আগে জানিয়েছিলেন ২০২৪ সাল অবধি রাশিয়ার ক্ষমতায় থাকলেই সন্তুষ্ট তিনি। আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়বেন কি না এই বিষয়ে দ্বিধায় রয়েছেন। কিন্তু এবার নাকি যাবতীয় সংশয় কাটিয়ে ফেলেছেন ভ্লাদিমির পুতিন! ফের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এই মুহূর্তে তাঁর নেতৃত্বেই ইউক্রেনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে মস্কো। যদিও পালটা মার দিচ্ছে কিয়েভও।

আগামী বছরের মার্চে রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সূত্রের খবর, রাশিয়ার কূটনৈতিক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শীঘ্রই প্রচার শুরু করবেন তিনি। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকোভ জানিয়েছেন, এই বিষয়ে প্রেসিডেন্টের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি। প্রচার নিয়েও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে পেসকোভ আগে বলেছিলেন, নির্বাচনে পুতিনের জয় নিশ্চিত। তাঁকে লড়াই দেওয়ার মতো প্রার্থী নেই।

বলে রাখা ভালো, বছর দুয়েক আগে ২০৩৬ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার মসনদে থাকার জন্য একটি বিলে স্বাক্ষর করেছিলেন পুতিন। যার ফলে আগামী ১৫ বছর দেশের শীর্ষপদে তাঁর থাকা একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে যায়। যা নিয়ে তোপ দাগেন বিরোধীরা। তাদের দাবি, আজীবন ক্ষমতাসীন থেকে যেতে চান পুতিন। তাই ছলে বলে কৌশলে সংবিধানে বদল ঘটিয়ে যাচ্ছেন। এসবই স্বৈরাচারী মানসিকতার লদণ। যদিও বিরোধীদের অভিযোগকে নস্যাৎ করে পুতিন জানিয়েছিলেন, ২০২৪ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। এমনকী, তিনি নিজেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, পরের বার তিনি আদৌ নির্বাচনে লড়বেন কি না।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এমসি/১৬/৫/এএমওসি/বায়ো-টয়লেট/২৩-২৫, তারিখঃ ০১.১১.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **টেন্ডার নং : এমসি-১৬-৫-এএমওসি-বিটি-২৩-২৫। কাজের নাম** : ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে ২ বছর সময়সীমার জন্য আসানসোল ও মধুপুর কোচিং কমপ্লেক্সে বায়ো-টয়লেটের (আইআর-ডিআরডিও ধরনের) বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন চুক্তি (এএমওসি)। **টেন্ডার মূল্য** : ১,৪০,১২,০১৭.২০ টাকা। **বায়নামূল্য** : ২,২০,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য** : ৫,০০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ** : কাজ শুরু হওয়ার পর ২ বছর। **বন্ধ ও খোলার তারিখ** : ২৩.১১.২০২৩ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। (ASN-154/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

(১) একক টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : আরএস-টিপিকেআর-সিএএমসি-৩ফেজ, (২) ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : আরএস- টিপিকেআর-এফই-১৮৬৩৮১, তারিখ : ০৪.১১.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরএস)/ইএমইউ কারশেড, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, টিকিয়াপাড়া ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইটেমের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩টে পর্যন্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেগুলি দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্র. নং., কাজের বিবরণ : (১)** ওইএম অর্থাৎ মেসার্স মেধা সার্ভো ড্রাইভস প্রাঃ লিমিটেড, হায়দ্রাবাদের সাথে ২ বছর সময়সীমার জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল মাল্টিপল ইউনিট (ইএমইউ)-এর জন্য আইজিবিটি ভিত্তিক ৩ ফেজ প্রোপালশন প্রণালীর সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **(২)** সিনিয়র ডিইই/টিআরএস/টিপিকেআর-এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে বিভিন্ন ইউনিটে ২ বছর সময়সীমার জন্য অগ্নি নির্বাপকগুলির সম্পূর্ণ পরিষেবাগত রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য:** ১৫,০৯,৫১,৬১৩ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ২,৫৫,১৯৪.৮৫ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **ইএমডি :** ৯,০৪,৮০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ৫,১০০ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার নথির মূল্য:** ১০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ১,০০০ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ২৪ মাস প্রতিটির জন্য। **জমার তারিখ :** ০৮.১২.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ২৯.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **খোলার তারিখ :** ০৮.১২.২০২৩ (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ২৯.১১.২০২৩ (ক্র.নং ২-এর জন্য)। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ, স্পেসিফিকেশনের জন্য ইচ্ছুক টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের দরপত্র জমা করবেন। এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার কোনভাবেই গৃহীত হবে না। **(PR-779)**

Somaspur-I Gram Panchayat
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

e-Tender ID No	Bid Submission End Date & Time
2023_ZPHD_599588_1	14-Nov-2023 05:00 PM
2023_ZPHD_599588_2	14-Nov-2023 05:00 PM
2023_ZPHD_599588_3	14-Nov-2023 05:00 PM

For details visit website **https//wbtenders.gov.in,** for any other query please visit the office of undersigned in working hours.
Sd/- Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat

Mogra-II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution of 05 nos. different development works vide **NIT No.: i) 729/M-II/2023, ii) 730/M-II/2023 & iii) 731/M-II/2023, Date: 03.11.2023. Tender ID: i) 2023_ZPHD_587063_9, ii) 2023_ZPHD_587063_10, iii) 2023_ZPHD_587063_11, iv) 2023_ZPHD_586972_5 & 2023_ZPHD_600014_1.** Last Date of Bid Submission: **21.11.2023 up to 03:00 PM.** For more details log on **https://wbtenders.gov.in** & follow undersigned Office Notice Board.
Sd/-
Pradhan,
Mogra-II Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
নং: WB-35/TN/ED/EOB/2023-2024 তারিখ: ০৩.১১.২০২৩
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, এইচএমসি সেন্ট্রাল অফিসে ১ (এক) পূর্ব কাজ এর জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিক তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইনে) শুরুর তারিখ : ০৩.১১.২০২৩ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইনে) শেষ তারিখ : ২৩.১১.২০২৩ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
১৮২(৩)/২৩-২৪ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
৬.১১.২৩ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

e-TENDER GOVT. ITI GARIAHAT
The ex-officio & Member Secretary IMC ITI Gariahat (as well as Dy. Director of Industrial Training & in-Charge of ITI Gariahat) invites e-tenders from Manufacturers / Authorized Dealers, Distributers / Suppliers / Contractors / Traders for Supply, Testing, Installation & Commissioning of Machinery, Equipments and Tools etc. for different Trade courses of ITI Gariahat. Tender ID Nos. are - **2023_DTET_600531_1, 2023_DTET_600493_1.**
Other details information may be obtained from the website **https://wbtenders.gov.in**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/235/23-24/2nd Call Dt.03.11.2023	Construction of Concrete Road and Cross - Drain from Chanditala Sporting Club to Krishna Chura More via Chitta Saha House in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,41,77,673.00

Bid Submission end date: **28.11.2023 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/297/23-24/2nd Call Dated 04.11.2023	UPGRADATION OF BITUMINOUS ROAD & POT-HOLES REPAIRING FROM BHAGIRATH APARTMENT TO SUMAN CHAKRABORTY HOUSE AT WARD NO. - 28; UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 6,74,932.00

Bid Submission end date: 17.11.2023 at 11-00 hrs. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/254/23-24/2nd Call Dated 03.11.2023	REPAIRING OF ACOUSTICAL ITEMS OF JAY HIND AUDITORIUM WARD NO.-27, UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 4,13,593.00

Bid Submission end date: **17.11.2023 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
CORRIGENDUM
2nd Call 1st Corrigendum
Memo No. 1365/PW/Eng/2023 dated 04.11.2023
It is notified that the intending Tenderer/Bidder will read the following in connection with E-Tender Notice No. 195/PW/Eng/2023 dated 22.09.2023 for Sl. No. 1. **1)** Closing date and time of download of Tender Documents (online) 09.11.2023 instead of 03.11.2023. **2)** Closing date and time of Bid Submission (Technical and Financial) 09.11.2023 instead of 03.11.2023. **3)** Date and time of Opening of Technical Proposal (Online) 17.11.2023 instead of 06.11.2023. **4)** Date of opening of Financial Proposal (online) will be notified later on. All other terms & conditions will remain same.
Sd/-
Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

ইতিহাসের প্রথম 'টাইমড আউট'

ম্যাথুসকে নিয়ে উত্তাল ক্রিকেট বিশ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে 'টাইমড আউট' ঘটনা এবারই প্রথম। আউটটি আইনসিদ্ধ হলেও এর আগে কখনো কোনো ব্যাটসম্যানকে টাইমড আউট হয়ে মাঠ ছাড়তে হয়নি। তবে সুযোগ পেয়ে আজ ইতিহাসে নাম লেখাতে পিছপা হয়নি বাংলাদেশ দল। মাঠে নতুন ব্যাটসম্যান হিসেবে এসে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলার জন্য প্রস্তুত না হওয়ায় আউট হয়ে মাঠ ছাড়তে হয় শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যান অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে।

তবে আউটের সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর থেকেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এভাবে ব্যাটসম্যানকে আউট করা ক্রিকেটের চেতনা পরিপন্থী কি না, সে প্রশ্নও উঠেছে। ধারাভাষ্যকক্ষে থাকা সাবেক পাকিস্তান অধিনায়ক ওয়াকার ইউনিস এই আউটকে ক্রিকেটের চেতনার পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেছেন। এমন আউট মানতে পারছেন না ডেইল স্টেইন-রমিজ রাজারাও।

নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ধারাভাষ্যকক্ষে থাকা ওয়াকার বলেছেন, 'এটা ক্রিকেটের জন্য ভালো কিছু নয়। এটা ক্রিকেটের চেতনার পরিপন্থী।' আরেক পাকিস্তানি ধারাভাষ্যকার ও সাবেক অধিনায়ক রমিজ রাজা বলেছেন, 'এ ঘটনার পর শ্রীলঙ্কা নিশ্চয়ই আরও একটু বেশি আবেগ ও রাগ নিয়ে খেলবে।' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ (সাবেক টুইটার) নিজের অবস্থান জানিয়েছেন সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকার ফাস্ট বোলার স্টেইন, 'এটা ভালো কিছু হলো না।'

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার মার্ক ওয়াহ 'এক্স',এ লিখেছেন, 'ক্রিকেটের আইন ও চেতনা ভুলে যান। একজন ন্যায্য মনের ক্রিকেটার কীভাবে এই আউটের জন্য আপিল করার কথা ভাবতে পারেন, আউটটি তো পরের ব্যাপার।'

ঘটনার শুরু বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ২৪.২ ওভারের সময়। সাদিরা সামারাবিক্রমা মাহমুদউল্লাহর হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরার পরের দৃশ্য। শ্রীলঙ্কার রান তখন ৪ উইকেটে ১৩৫। নতুন ব্যাটসম্যান হিসেবে মাঠে এলেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস। কিন্তু উইকেটে গিয়ে তিনি দেখলেন, তাঁর হেলমেটের স্ট্র্যাপে কোনো একটা সমস্যা। সম্ভবত ওটা ছেঁড়াই ছিল। তিনি ড্রেসিংরুমে ইশারা করলেন নতুন হেলমেটের জন্য।

অতিরিক্ত খেলোয়াড়ের মাধ্যমে নতুন হেলমেট আনতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। এই সময় অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসের বিপক্ষে 'টাইমড আউটে'র আপিল করে বাংলাদেশ।

ক্রিকেটের আইনপ্রণেতা এমসিসির ওয়েবসাইটে 'টাইমড আউট' অংশে ৪০.১.১ ধারায় বলা হয়েছে, 'উইকেট পতনের পর কিংবা ব্যাটসম্যান রিটায়ার্ড হওয়ার পর নতুন ব্যাটসম্যান ৩ মিনিটের মধ্যে পরবর্তী বলের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত হবেন। এই শর্ত পূরণ করতে না পারলে নতুন ব্যাটসম্যান আউট হবেন। টাইমড আউট।'

তবে বিশ্বকাপে আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশনে বলা আছে, ৩ মিনিট নয়, ব্যাটসম্যানকে পরবর্তী বলের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকতে হবে ২ মিনিটের মধ্যে। হেলমেট বদলাতে গিয়ে ম্যাথুস সেই সময়ের মধ্যে ব্যাটিংয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেননি। ফলে বাংলাদেশের আপিল ও ক্রিকেটের আইন মেনে ম্যাথুসকে 'টাইমড আউট' দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না আম্পায়ারদের। টেলিভিশনে দেখা গেছে, আউট নিয়ে মাঠেই ম্যাথুস আম্পায়ারের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলেছেন। একপর্যায়ে বিষয়টা নিয়ে সাকিবের কাছে গেছেন তিনি। কিন্তু সাকিব তাঁকে আম্পায়ারদের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। কিন্তু আম্পায়াররা সিদ্ধান্ত বদলাননি। এরপর হতাশা নিয়েই মাঠ ছেড়ে যান ম্যাথুস। বাউন্ডারি লাইনের বাইরে গিয়ে ছুড়ে ফেলেন হেলমেটও।

উত্তপ্ত ম্যাচে নাটকীয় জয় শাকিবের বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে মুখোমুখি হয়েছিল এশিয়ার দুই দেশ। এক দলের কাছে ছিল মরণবাঁচন, আর এক দলের কাছে নিয়মরক্ষার। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে আপাত গুরুত্বহীন এই ম্যাচের দিকে চোখ রাখেননি অনেকেই। কিন্তু সেই ম্যাচেই পরতে পরতে জড়িয়ে থাকল নাটক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে 'টাইম্‌ড আউট' নামের নিয়ম যেমন প্রথম বার দেখা গেল, তেমনই অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ এবং শাকিব আল হাসানের লড়াই উপভোগ্য হয়ে উঠল। দিনের শেষে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দিল বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কার তোলা ২৭০ রান বাংলাদেশ তুলে দিল তিন উইকেট বাকি থাকতেই।

টসে জিতে আগে বল করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের অধিনায়ক শাকিব। সিদ্ধান্ত ভুল ছিল না। শুরুতেই কুশল পেরেরাকে ফেরান শোরিফুল ইসলাম। কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটে ৬১ রানের জুটি হয় পাথুম নিসঙ্ক এবং কুশল মেন্ডিসের। দু'জনেই পর পর দু'ওভারে ফিরে যাওয়ার পর কিছুটা চাপে পড়ে শ্রীলঙ্কা। কিন্তু সাদিরা সমরবিক্রম এবং চরিত আসালঙ্ক দলের ধস সামলান।

দলের ১৩৫ রানের মাথায় সমরবিক্রম (৪১) ফেরার পরেই নাটক। মাঠে নামতে একটু দেরি করেন ম্যাথেউজ। ক্রিজে এসেই দেখেন হেলমেটের স্ট্র্যাপ ছেড়া। তা বদলানোর জন্যে ডাগআউট থেকে কাউকে ডাকেন। কিন্তু তার মধ্যেই আইসিসি-র নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন তিনি। দু'মিনিটের মধ্যে বল খেলার জন্যে তৈরি থাকতে হত। তা করেননি। শাকিবের আবেদনের ভিত্তিতে আম্পায়ার ম্যাথেউজকে 'টাইম্‌ড আউট' দেন। মাথা নাড়তে নাড়তে সাজঘরে ফেরেন ম্যাথেউজ। বাউন্ডারির দড়ি পেরিয়েই হেলমেট, গ্লাভস ছুড়ে ফেলে দেন। ফেরার পথে বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কাজাত কোচ চন্ডিকা হাতুরুসিঙ্ঘের সঙ্গেও একপ্রস্থ কথার আদান-প্রদান হয়।

ম্যাথেউজ ফেরায় শ্রীলঙ্কা ১৩৫-৫ হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল ২০০-ও পেরোবে না। কিন্তু ধনঞ্জয় ডি'সিলভা (৩৪) এবং মাহিশ থিকশানাকে (২২) নিয়ে বুক চিতিয়ে লড়াই করেন আসালঙ্ক। ৬টি চার এবং ৫টি ছয়ের সাহায্যে শতরান করেন তিনি। শেষ ওভারে আউট হন।

২৮০ রান তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশও বেকায়দায় পড়েছিল। দুই ওপেনার তানজিদ হাসান (৯) এবং লিটন দাস (২৩) সাজঘরে ফেরেন ৪১ রানের মধ্যে। কিন্তু বাংলাদেশের ধস আসতে দিলেন না শাকিব এবং নাজমুল হোসেন শান্ত। তৃতীয় উইকেটে তাঁদের ১৬৯ রানের জুটি বাংলাদেশের জয়ের রাস্তা গড়ে দিল।

নাটকের তখনও বাকি ছিল। ব্যক্তিগত ৮২ রানের মাথায় শাকিব ফেরেন সেই ম্যাথেউজের বলে। তার পরেই ব্যঙ্গ করে নিজের হাতঘড়ি দেখার অভিনয় করতে থাকেন ম্যাথেউজ। 'টাইম্‌ড আউট'-এ যে তিনি কতটা ক্ষুব্ধ সেটা বুঝিয়ে দেন। তার আগে ২৬তম ওভারে বলের বদল নিয়ে আম্পায়ারদের সঙ্গে একপ্রস্থ ঝগড়া হয় শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের।

বিশ্বকাপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট
ভারত	৮	৮	০	১৬
দঃ আফ্রিকা	৮	৬	২	১২
অস্ট্রেলিয়া	৭	৫	২	১০
নিউ জিল্যান্ড	৮	৪	৪	৮
পাকিস্তান	৮	৪	৪	৮
আফগানিস্তান	৭	৪	৩	৮
বাংলাদেশ	৮	২	৬	৪
শ্রীলঙ্কা	৮	২	৬	৪
নেদারল্যান্ডস	৭	২	৫	৪
ইংল্যান্ড	৭	১	৬	২

কোহলি শতরান করতেই বিনামূল্যে বিরিয়ানি, খেলেন ৫০০ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শতরান করে সচিন তেন্ডুলকরকে ছুঁয়েছেন বিরাট কোহলি। শুধু শহর নয়, গোটা দেশ কোহলিকে নিয়ে উত্তাল। তবে উত্তরপ্রদেশের মুজফ্‌ফরনগরের বাসিন্দাদের আনন্দ সম্ভবত একটু বেশিই। কোহলির শতরানের ফলে সেই এলাকার একটি দোকানের তরফে বিনামূল্যে বিরিয়ানি খাওয়ানো হয়েছে। মুজফ্‌ফরনগর এলাকার একটি বিখ্যাত বিরিয়ানির দোকানের মালিক মহম্মদ দানিশ রিজওয়ান বলেছেন, তআমাদের এখানে বিখ্যাত হল 'মুজফ্‌ফরনগর চিকেন বিরিয়ানি'। গত ম্যাচে কোহলি ৮৮ রান করেছিল বলে আমরা বিরিয়ানির দামে ৮৮ শতাংশ ছাড় দিয়েছিলাম। কোহলির জন্মদিনে আমরা পুরোপুরি বিনামূল্যে বিরিয়ানি খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তরুণদের সুযোগ দিতে খুশিমনে জায়গা ছেড়ে দেবেন মঈন আলী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংলিশ অলরাউন্ডার মঈন আলী বলেছেন, বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর ইংল্যান্ড যদি তরুণদের নিয়ে দল পুনর্গঠন করতে চায়, তিনি খুশিমনে সরে যাবেন। তাঁর মতে, বর্তমান দলের অনেকেরই ইংল্যান্ডকে প্রতিনিধিত্ব করার দিন শেষ, যদিও খেলোয়াড়েরা সেটা দেখতে বা বুঝতে পারছেন না।

চার বছর আগে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ট্রফি হাতে তোলা ইংল্যান্ড এবার খুব বাজে একটা টুর্নামেন্ট কাটাচ্ছে। এরই মধ্যে ৭ ম্যাচ খেলে ৬টিতেই হেরেছে দলটি। ২০১৫ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়ার পর ইংল্যান্ডের সাদা বলের ক্রিকেটে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছিল। যার সুফল হিসেবে ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রানার্সআপ, ২০১৯ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন এবং ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আবার চ্যাম্পিয়ন হয় দলটি। তবে ২০২৩-এ এসে সাফল্যের ধারা আর ধরে রাখতে পারেনি তারা। এ ক্ষেত্রে বয়সের একটা প্রভাব আছে বলে অনেকের ধারণা। বিশ্বকাপে খেলা ১০ দলের মধ্যে ইংল্যান্ডেরই গড় বয়স সবচেয়ে বেশি। বিশ্বকাপে খেলা ইংলিশ ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়স সহ-অধিনায়ক মঈন আলীর। দল চাইলে ৩৬ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার নিজেই সরে যাবেন বলে জানিয়েছেন। অধিনায়ক ও কোচের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করবেন জানিয়ে মঈন ইএসপিএনক্রিকইনফোকে বলেন, 'আমি জস (বাটলার) এবং (ম্যাথু) মটের সঙ্গে কথা বলব। জানব, তারা আমার কাছ থেকে কী চায়, দলে আমাকে দরকার কি না। যদি ওরা বলে, আমরা তরুণদের নিয়ে দল সাজাব, নতুন করে শুরু করব। তাহলে আমি খুশিমনে ছেড়ে দেব। আমি বুঝতে পারছি...প্রতিটি ভালো জিনিসই একটা পর্যায়ে এসে শেষ হয়।' এবারের বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত শুধু বাংলাদেশের বিপক্ষে জিততে পেরেছে ইংল্যান্ড। সেটি ছিল তাদের দ্বিতীয় ম্যাচে। এরপর আফগানিস্তান ম্যাচসহ টানা পাঁচটিতে হেরেছে তারা। এর মধ্যে সর্বশেষ তিন ম্যাচে যাঁরা একাদশে ছিলেন, তাঁদের সবার বয়স ছিল ৩০-এর বেশি। মঈন জানিয়েছেন, দল পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় তিনি থাকলে তরুণদেরই প্রাধান্য দিতেন, 'আমি দায়িত্বে থাকলে তরুণদেরই খেলাতাম। সব নতুন করে শুরু করতাম। আমি নিশ্চিত ওরাও এটাই করবে। এটা স্বাভাবিক ভাবনা। আপনি আবারও ভয়ডরহীন মনোভাবের খেলা দেখতে চাইবেন। আর সেটা শুরু করার এখনই সেরা সময়।' ২০১৫ সালে বাংলাদেশের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর ইংল্যান্ড দলে যে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছিল, আট বছরের পথচলায় সেটিও শেষ হয়েছে বলে মনে করেন মঈন, 'হয়তো আমাদের সময় শেষ, কিন্তু খেলোয়াড়েরা সেটা দেখতে পারছে না। ভাবছে, আমরা সামনে ভালো করব। তবে আমার মনে হয়, সব ভালোই একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে যায়।'

শচীনকে ছুঁয়ে কোহলি বললেন, 'আমি তাঁর মতো ভালো নই'

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'শচীন টেন্ডুলকার ভারতের ক্রিকেট দলকে লম্বা সময় ধরে বয়ে নিয়ে চলেছেন। এখন আমাদের কাঁধে তাঁকে বওয়ার সময় এসেছে'; ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ের পর টেন্ডুলকারকে কাঁধে তুলে নেওয়া নিয়ে এমনটাই বলেছিলেন বিরাট কোহলি। শুধু ২০১১ বিশ্বকাপ জেতার পরই নয়, ক্যারিয়ারে বহুবার তিনি নিজের আদর্শ টেন্ডুলকারকে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

যাঁকে আদর্শ মানেন, গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচে সেই টেন্ডুলকারের একটি রেকর্ড স্পর্শ করেছেন কোহলি। ওয়ানডেতে টেন্ডুলকারের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ৪৯ শতকের রেকর্ডের মালিক হওয়ার পর আরও একবার তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন কোহলি। ম্যাচসেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে কোহলি যা বললেন, তার সারমর্মটা এ রকম;টেন্ডুলকারের রেকর্ড স্পর্শ করলেও এখনো তিনি তাঁর ধারেকাছেও নেই!

কোহলি ম্যাচ শেষে বলেন, 'আমার নায়ককে ছুঁতে পারাটা বিশেষ কিছুই। ব্যাটিংয়ে তিনি ছিলেন নিখুঁত। আমি কখনোই তাঁর মতো ভালো ব্যাটসম্যান হতে পারব না।'

টেন্ডুলকারও তাঁর রেকর্ড ছোঁয়ার পর কোহলিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। এ বছরের এপ্রিলে ৫০ বছর বয়স পূর্ণ করা টেন্ডুলকার মজার ছলে টুইটে লিখেছেন, 'ভালো খেলেছ, বিরাট। ৪৯ থেকে ৫০-এ যেতে আমার ৩৬৫ দিন লেগেছিল। আশা করি, তুমি ৪৯ থেকে ৫০-এ গিয়ে সামনের কয়েক দিনের মধ্যেই আমার রেকর্ডটা ভেঙে দেবে। অভিনন্দন।'

টেন্ডুলকারের প্রশংসা পেয়ে আবেগে ভেসেছেন কোহলি, 'আমার কাছে এটা খুবই আবেগময় মুহূর্ত। আমি জানি যে কোথা থেকে এসেছি। আমি সেই দিনগুলো মনে করতে পারছি, যখন তাঁর খেলা আমি টিভিতে দেখতাম। তাঁর কাছ থেকে এমন প্রশংসা পাওয়াটা আমার কাছে অনেক কিছু।'

কোহলি এরপর সবকিছুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান, 'আমি ক্রিকেট খেলাটা উপভোগ করছি। এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে এভাবে উপভোগের রসদ দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। বছরের পর বছর ধরে আমি যা করেছি, সেটা এখনো করতে পেরে আনন্দিত।'

হাফিজ বললেন; কোহলি 'স্বার্থপর', প্রসাদের চোখে এ তকমা 'কৌতুককর'

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরাট কোহলি কি স্বার্থপর?

পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ হাফিজ তেমনটিই মনে করেন। কলকাতায় গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের ৪৯তম শতক পেয়েছেন বিরাট কোহলি। এই শতকে তিনি পাশে বসেছেন কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের। কিন্তু হাফিজ মনে করেন, কোহলি নিজের শতকের আশায় ইনিংসের শেষ দিকে ধীরগতিতে খেলেছেন, যে কারণে ভারতের সংগ্রহ কম হয়েছে। হাফিজের এই মত অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছেন ভারতের সাবেক পেসার ভেঙ্কটেশ প্রসাদ। এমনকি হাফিজের এ মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন পাকিস্তানের আরেক সাবেক পেসার ওয়াহাব রিয়াজও।

যদিও কোহলির 'স্বার্থপরতা' ভারতের জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। স্কোরবোর্ডে ৩২৬ রান তুলে বোলারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে বিশ্বকাপে 'খুনে' ব্যাটিংয়ের তকমা পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকাকে মাত্র ৮৩ রানে গুটিয়ে দিয়েছে ভারত। জয় পেয়েছে ২৪৩ রানের বিশাল ব্যবধানে। কোহলি নিজের ৩৫তম জন্মদিনের দিন খেলেছেন অপরাজিত ১০১ রানের ইনিংস। তবে হাফিজের সমালোচনাটা কোহলির ব্যক্তিগত মাইলফলককে মাথায় রাখার বিষয়েই। পাকিস্তানের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে হাফিজ বলেছেন, 'কোহলির ব্যক্তিগত মাইলফলকের লক্ষ্যে খেলাটাকে আমার কাছে স্বার্থপর ব্যাপারই মনে হয়েছে। এমনটা এই বিশ্বকাপে তৃতীয়বারের মতো করল সে। আমি লক্ষ করলাম ইনিংসের ৪৯তম ওভারে সে সিঙ্গেলস নিয়ে শতক করল, যেটিতে সে কোনোভাবেই দলকে প্রাধান্য দেয়নি।'

হাফিজ অবশ্য রোহিত শর্মার প্রশংসা করেছেন, 'রোহিতও তো স্বার্থপর ক্রিকেট খেলতে পারত, কিন্তু সে খেলেনি। সে দলের জন্য খেলেছে। নিজের জন্য খেলেনি। রোহিতকে এ ব্যাপারে কৃতিত্ব দিতেই হবে। সে দলের জন্য নিজের ইনিংস

বিসর্জন দিয়েছে। প্রথম ৬ ওভারে রোহিত যেভাবে খেলেছে, সেটি দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য বড় ধাক্কা ছিল। রোহিত জানত, ইডেনে পরের দিকে উইকেট ব্যাটসম্যানদের শট খেলার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। সে শুরুর দিকের সুবিধাটা নিতে চেয়েছে।'

হাফিজের এমন মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন ওয়াহাব রিয়াজ। তাঁর কথা, 'আমি এ ব্যাপারে একমত নই। কোহলির দায়িত্বটাই এমন। শেষ ৮ ওভারে ভারত ৭৫ রান করেছে। সূর্যকুমার যাদব ও রবীন্দ্র জাদেজা একদিকে মেরে খেলেছে। কোহলি একপ্রান্ত আগলে রেখেছিল। কোহলি আউট হয়ে গেলে আমরা হয়তো সূর্য ও জাদেজার কাছ থেকে ছোট অথচ ঝোড়ো দুটি ইনিংস পেতাম না।'

কোহলির 'স্বার্থপর' তকমা নিয়ে মুখ খুলেছেন ভারতের সাবেক পেসার ভেঙ্কটেশ প্রসাদ। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ লিখেছেন, 'হ্যাঁ, কোহলি স্বার্থপর। তাঁর এই স্বার্থপরতা ভারতের শতকোটি মানুষের স্বপ্নকে ধারণ করে চলেছে।' তিনি কোহলিকে স্বার্থপর বলাটাকে 'কৌতুককর' মনে করেন, 'ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ কৌতুককর মনে হয়। কেউ কেউ বলছে কোহলি স্বার্থপর আর সে নিজের ব্যক্তিগত মাইলফলকের জন্য খেলে। আমি মনে করি, কোহলি নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে স্বার্থপর। তার দল যেন জিততে পারে, সে লক্ষ্যে কোহলি বেজায় স্বার্থপর।'

'ভুল সারা'কে গিলের প্রেমিকা ভাবছে দুনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুবমান গিল দারুণ কিছু শট খেলছেন কিংবা ভালো একটি ইনিংস খেলছেন; এমন সময় গ্যালারিতে উঠছে 'সারা সারা' স্লোগান। এবারের বিশ্বকাপে ভারতের ম্যাচে এমন দৃশ্য বেশ কয়েকবারই দেখা গেছে। গত সপ্তাহে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত,শ্রীলঙ্কা ম্যাচে তো 'সারা ভাবি, সারা ভাবি' আওয়াজও শোনা গেছে। সেদিন গ্যালারিতে ছিলেন শচীন টেন্ডুলকারের মেয়ে সারা টেন্ডুলকার। গিলও খেলেন ৯২ রানের চমৎকার ইনিংস।

তবে কেউ কেউ মনে করেন, শচীন,কন্যা সারা নন, গিল আসলে সাইফ আলী খানের মেয়ে সারা আলী খানের সঙ্গে প্রেম করছেন। মাঝে এ দুজনকে বিভিন্ন জায়গায় একসঙ্গে দেখাও গেছে। সব মিলিয়ে অনেকেরই কৌতূহল, গিলের প্রেম আসলে কোন সারার সঙ্গে?

এবার গিলের প্রেমিকাবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত অনেকটাই স্পষ্ট হতে যাচ্ছে। আর সেটা সারা আলী খানের মাধ্যমে। কফি উইথ

করণের সামনের পর্বে হাজির হচ্ছেন সারা আলী খান। অনুষ্ঠানের একটি প্রচারণামূলক ভিডিওতে দেখা যায়, সারাকে গিলের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন করণ। জবাবে সারা আলী খান বলেন, 'আপনি ভুল সারাকে জিজ্ঞাসা করছেন। পুরো দুনিয়া ভুল সারার পেছনে ছুটছে।'

এ বিষয়ে সারা আলী খান আরও কিছু বলেছেন কি না, অনুষ্ঠান প্রচারিত হলে জানা যাবে। তবে একটা বিষয় অনেকটাই স্পষ্ট, গিল প্রেম করছেন অন্য সারা, মানে সারা টেন্ডুলকারের সঙ্গে। শচীন, কন্যা সারার সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটার গিলের সম্পর্কের কথা শোনা যাচ্ছে অনেক দিন ধরেই। মাঝে সারা আলী খানের সঙ্গেও গিলকে দেখা গেছে। দুজন মুম্বাইয়ের রেস্তোরাঁ, বিমানবন্দর ও হোটেলের লবিতে পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরাও পড়েন।

তবে কয়েক মাস ধরে আবারও সারা টেন্ডুলকারের সঙ্গে গিলের নাম শোনা যাচ্ছে। গত সপ্তাহে শ্রীলঙ্কা ম্যাচের আগে মুম্বাইয়ে মুকেশ আম্বানির মালিকানার একটি শপিং মল উদ্বোধন উপলক্ষে বলিউডের বেশ কয়েকজন তারকা উপস্থিত হয়েছিলেন। সেদিন ভারতীয় ক্রিকেটাররা টিম হোটেলে থাকলেও গিল গিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, অনুষ্ঠান শেষে একসঙ্গে বের হচ্ছিলেন সারা,গিল। ঠিক সে সময় পাপারাজ্জিদের ক্যামেরা নজরে পড়ে গিলের। নিজেকে আড়াল করতে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ান গিল, থামিয়ে দেন সারাকেও। এর কিছুক্ষণ পর একাই গাড়িতে চড়ে গিল চলে যান।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**